







# জহালিনী।



শ্রীযাদবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়  
—  
অণীত।

শ্রীবেণীমাধব দে এণ্ড কোম্পানীর  
সাহায্যে ও যত্নে প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

---

কলিকাতা।

চিৎপুর বোড ৩১৮ নং বট

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষদ্বারা মুদ্রিত।

ইংরাজী ১৮৭১ সাল।





# শুদ্ধিপত্র ।



পৃষ্ঠা	পুংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০	১৪	উপব	উপবে
১০	৯	হইব	হইবে
৪	১৩	অববে	অধের
১২	১৭	নয়ান	নয়ন
১৭	২২	ভুবাটে	সুবাটে
২০	১৮	অজনন	আজনন
২৩	২১	সবল	সরলা
২৫	১৫	পোপন	গোপন
৩৪	১৮	অববব	অবযব
৩৯	৯	কা	ক্ষাজ
১১	১৫	ব	বন
৪৪	১৭	আসি	অসি
৪৭	২	ধরাধব	ধরাধব
৫৭	১১	রিষাছে	মরিয়াছে
৬৪	১২	আভাবণ	আভরণ
৬৫	১১	বাধি	বাঁধি
৮২	১০	ঘর্নে	ঘূর্নে
১১২	২১	হাস্তোর,	হাস্তোতে,



## বিজ্ঞাপন ।



অধুনা বাঙ্গালা ভাষায় নভেন্ । অর্থাৎ ইংবাজী  
ধরণেব পুস্তক ) অনেক প্রকাশিত হইতেছে তাবৎ  
গুলিই গদ্যে উক্ত বীতিব একখানি গ্রন্থ পদ্যে প্রকাশ  
কবণাশয়ে “জহালিনী” নাম দিয়া এই পুস্তক খানি  
লিখিলাম ইহা কোন পুস্তক হইতে ভাব সংগৃহীত বা  
অনুবাদিত নহে । এমত ভবসা কবি না যে ইহা পাঠক  
সমাজে সমাদৃত হইবে, তবে সহৃদয় পাঠকবর্গ একবার  
ইহাব আদ্যোপান্ত পাঠ কবিলেই অন্ন সফল জ্ঞান  
কবিব ।

অবশেষে ক্লতজ্ঞাচিত্তে স্বীকাব কবিতেন্তি যে আ-  
মাব পবমবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু বনওয়াবিচন্দ্র চৌধুরি ঃ  
চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইহাব সমুদায় সংশোধন কবিয়া  
দিয়াছেন; উক্ত বন্ধুদ্বয় অনুগ্রহ না কবিলে অদ্যাবধিও  
পাঠকবর্গ জহালিনীকে দেখিতে পাইতেন না ।

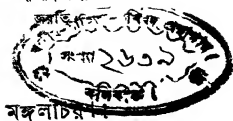
শ্রীযাদবেন্দ্র শর্মা ।

দাবজ্জিলিঃ ।  
তারিখ ২ বৈশাখ ১১৭৮ ॥ }





ত্রিভীক্শ্বরো



নিবাক্য নিবন্ধন,                      নিবাসয় নিবন্ধন,  
নিবাপত্তি নিখিল নিদান ।

সর্বময় সনাতন,                      সর্বব্যাপী সর্বকণ,  
সদানন্দ সর্বশক্তিমান ॥

সর্ব জীব অস্তর্যামী,                      সর্বেশ্বর সত্যস্বামী,  
কটাক্ষ সৃজন লবকারী ।

করণ বরণালয়,                      জগন্নাথ জ্যোতির্ময়,  
জানময় সর্ব পাপহাবী ॥

নিরাতঙ্ক নিরালয়,                      নিরুত্তর নিরঙ্ঘয়,  
পরামাত্মা ত্রিলোক পালক ।

নিবৃত্তা নিরীকার,                      নিবাক্যক নিরাধার,  
সর্বজীবে সমান দর্শক ॥

শোক তাপ বিরহিত, কাম ক্রোধ বিবর্জিত,  
পতিতপাবন পরাৎপর ।

মৎস্যসার সাগর সেতু, যিনি সকলের হেতু,  
ত্রিকালজ্ঞ অনন্ত অক্ষর ॥

যে জন বিচিত্র কারু, বাহার কৌশল চারু,  
বান্দ্য কৃষ্ণ বাহার সৃজন ।

বর্তমানে নর যত, যারা লোকান্তবে গত,  
ভাবিতে জন্মিবে যত জন ॥

ত্রিকালে যতই নর, সকলেরি ভিন্ন স্বর,  
ভিন্ন ভিন্ন আশ্রের গঠন ।

যে দিকে ফিরাই অক্ষি, দেখি কত শত পক্ষী.  
ভিন্ন কপী পশু অগণন ॥

বাহার আদেশ ক্রমে, গ্রহগণ নভে ভ্রমে,  
প্রভাকর উদে প্রতিদিন ।

শশধর সিতকব, সিতে পুষ্ট কলেবর,  
অসিতে ক্রমশঃ দেহ ক্ষীণ ॥

বাহার নিয়ম মত, ঋতু তিথি মাস যত,  
ক্রমান্বয়ে করে গতায়াত ।

বিকট প্রাবৃত্ত কালে, নভাচ্ছন্ন ঘন জালে,  
অবিরত হয় ধারাপাত ॥

নিদাঘে নিদ্রয় রবি, ধরিয়া অনলচ্ছবি,  
দধকর কবে বিতরণ ।

হেমন্তে ভাস্কর কর, নাহি রয় খরতর,  
শীতে শান্ত সদা প্রসঙ্গন ॥

যাঁহার অনুজ্ঞা বলে, সিদ্ধু নীরে অগ্নি জ্বলে,  
যনে জ্বলে বিজলী অনল।

ভাঁরে সদা ভাব মন, কেন মিছা প্রতিক্ষণ-  
মিছা কাষে কি হেতু চঞ্চল ॥

অনেক স্নেহের আশে, আবদ্ধ সংসার পাশে,  
লয়ে পুত্র দারা পরিজন।

পাতিয়া কুটিল জাল, ধরারণ্যে ব্যাধ কাল,  
আছে বসি করিবে বন্ধন ॥

বিনা সেই সর্বসার, কেমনে হইবে পার,  
ভব পাবাবার ভয়ঙ্কর।

কুব্ধি কুস্তীব চষ, সদা সে অর্ণবে রষ,  
হিংসা গ্রাহ ধর্ম জীব হর ॥

পর নিন্দা শিশুমার, উলটিছে বাব বার,  
সে সিদ্ধুর সলিল উপব।

ধনাকাজ্জা অন্ধি—হয়, সদাই সবলে বয়,  
তার বেগ কাস্ত কেবা করে ॥

কপট নিরধি—করী, আছে কত ভাব ধবি,  
তাহার ছলনা বোঝা দায়।

পর-ক্লেশ তিমি মীন, শাস্ত রহে কোন দিন,  
সদা ফেরে অনিষ্ট চেষ্টায় ॥

ক্রোধকপী উরোগামী, সদাই দংশিতে কামী,  
কাম কর্ক আছে উচ্চ শিরে ॥

লোভ মান মায়া জলে, ফেরে নিজ ইচ্ছা বলে,  
 মদ-কুর্ম উঠে চিত্ত তীরে ॥

মোহ-ভেক মন্দকায়, মাৎস্য্য মকর ভায়,  
 কুচিন্তা জলৌকা অশ্রুগ্রাসে ।

ছবাশা লহরী ত্রাত, বিষাদ প্রচণ্ড বাত;  
 ভ্রমাবর্ত পুণ্য-প্লব নাশে ॥

ভাই বলি ওরে মন, ! শ্বাস আছে যত কণ,  
 ডাক তাঁরে, শয়নে স্বপনে ।

বিদা সেই সর্বসার, কেমনে হইব পার,  
 এক চিন্তে ভেবে দেখ মনে ॥



শ্রীশ্রীঈশ্বরে।

জয়ন্তিন



জয়ালিনী



কাননকুটিরে ।

অসিত পঙ্কের শশী, নবমী তিথিতে পশি,  
উদিবার পূর্বে কিছুক্ষণ ।

অশ্বে চড়ি মহাস্থখে, উদয় পুবাভি মুখে,  
বাইতেছে যুবা এক জন ॥

তখন নীরব ধরা, শ্রান্ত জন দুঃখহবা,  
নিদ্রা দেবী ব্যাপিয়া জগতে ।

কত শত জীবগণে, লয়ে ক্রোড় নিকেতনে,  
বিতরিছে স্নখ বিধিমতে ॥

কোন নারী কুতূহলে, দুঃখনিভ শয্যাতে,  
'স্নখ' শ্রমে স্নখে নিদ্রা যায় ।

যুবক জাগ্রত আছে, দয়িতা শয়িতা কাছে,  
জাগাইতে কত যত্ন পায় ॥

কোন সুঁবা বার বার, মুদিছে নয়ন দ্বার,  
সুখদা নিদ্রার প্রলোভনে ।

কিন্তু তার হৃদেস্থরী, বিদ্র কেরে যত্ন কবি,  
জাগে যুবা জায়ার যতনে ॥

কেহ বা ধরণীভলে, নিরাসনে কুড়ুহলে,  
নিদ্রা সুখ লভে অচেতনে ।

কেহ বা পর্য্যঙ্কোপরি, সুকোমল শয্যা করি,  
নিদ্রা নাই সনীর নয়নে ॥

কোন নারী রসবতী, নিকটে নাহিক পতি,  
তাঁহে সুখ যৌবন সময় ।

নেত্রে পূর্ণ অশ্রুজল, পাণ্ড বর্ণ গগনস্থল,  
করিতেছে পার্শ্ব বিনিময় ॥

মধ্যে মধ্যে রাত্রিচর, চ-এক দ্বিজের স্বব,  
শুনা যাইতেছে দূর স্থানে ।

যুবাটি এ হেন কালে, সখা করি কববালে,  
যাইতেছে সহ সাবধানে ॥

যুবার জানুর পাশে, নগ্ন চন্দ্রহাস হাসে,  
শিরসে শোভিছে শিরস্ত্রাণ ।

পৃষ্ঠ দেশে চন্দ্র দোলে, তুণীর তাহার কোলে,  
অন্ধদেশে ধনুঃ লক্ষ্যমান ॥

নির্ভয়ে যুবক রায়, বহু দূর চলি যায়,  
তুরঙ্গম মধ্যম চালনে ।

শরীরী হইল শেষ, ছাড়াইয়া বহু দেশ,  
অবশেষে পশে একবনে ॥

নানা জাতি তরুবব, ফল পুষ্পে শোভাকব,  
আছে শূন্যে শিরঃ উচ্চ করি ।

হেন জ্ঞান হয় মনে, জানাইছে জনগণে,  
কাননের গরিমা লহরী ॥

কণ পরে আলো কবি, অরুণ ববণ ধবি,  
ভাসু আসি দিল দরশন ।

ববি কর পবশনে, লতা আদি তরুগণে,  
রক্ত বর্ণ করিল ধাবণ ॥

অনুমান হয় হেন, শয্যা ত্যজে সূর্য্য যেন,  
আসিয়াছে স্বকার্য্য নাধনে ।

সংবেশ আবেশ তাই, এখন ও ঘুচে নাই,  
প্রকাশিছে তপন নয়নে ॥

নিশায় নীরধা নীবে, নীরজিনী নিম্ন শিবে.  
ছিল নিজ নাথ হয়ে হারা ।

আদিত্য উদিল আসি, অজ্জিনী আননে হাসি,  
কুমুদিনী মুদে আঁখি তারা ॥

নানাবিধ জীবগণ, স্তম্বে করে বিচরণ,  
নিজ নিজ ভক্ষ্য অন্বেষিয়া ।

শাখা গীন হয়ে পাখী, কান্তা মুখে মুখ রাখি,  
গায় বিভূ গুণ বর্ণাইয়া ॥



থাকিয়া সলিলাধারে, নলিনী নয়ন ঠারে,  
মধুকর বুঝিয়া সময় ।

লম্পটের বেশ ধবি, গুণ্ণুগুণ্ণু গান করি,  
কাস্তা পাশে হইল উদয় ॥

কমলিনী মধুকরে, অতিশয় সনাদবে,  
বসাইল হৃদয় কমলে ॥

মধুকর হাস্ত মুখে, মধু পান করে সুখে,  
দেখে রবি অগ্নি সম জ্বলে ॥

নলিনীর ভূজে মতি, প্রভাকর নামে পতি,  
রাধিকার আয়ান যেমন ।

আধান দোষের ভাগী, রাধিকা কৃষ্ণের লাগি,  
শশঃব্যস্ত সদা সৰ্ব্বক্ষণ ॥

ক্রমশঃ অধরে রবি, ধরিয়া প্রথর ছবি,  
আকাশের শিখরে উঠিল ।

নরেন্দ্র অমল জল, ত্যজিয়া ললাট স্থল,  
পদতলে পড়িতে লাগিল ॥

নিদাঘ জীবন দাহী, অমিক আরোহী বাহী,  
রবি কর অতি তেজোময় ।

বহু শ্রমে বাহিবর, সলিলাক্ত কলেবর,  
পদে পদে পদচ্যুত হয় ॥ ' ,

ফেণ সহ ফেলে শ্বাস, নাহি পায় অবকাশ,  
ইচ্ছা সঙ্গে নহেক স্বাধীন ।

## কাননকুটিরে ।

ক্রবান ছুর্কল নয়,      বোধে শ্রেষ্ঠ নিবস্তব,  
অশ্ব বলী বুদ্ধি বাক্‌ হীন ॥

অকম হলেও হয়,      বলিতে সক্ষম নয়,  
কিঞ্চিৎ হইয়া অগ্রসর ।

পুষ্পে রূক্ষ সুশোভিত, ফলে শাখা মূলে নীত,  
পশে এক উদ্যান ভিতর ॥

উদ্যানের প্রান্তভাগে, সাজিয়া বিবিধ রাগে,  
আছে কত লতিকা সুন্দরী ।

তাহাদেরে পুষ্পহাব,      মণিময় অলঙ্কার,  
দশদিক্‌ আছে আলো করি ॥

পবন তঙ্কর সম,      করি মন্দ মন্দ ক্রম,  
গন্ধরস করিয়া হরণ ।

বিতবিছে অনিবার্য্য,      স্তের ধনে সংকার্য্য,  
আপাততঃ জগৎরঞ্জন ॥

সে যাহোক অবশেষে,      উদ্যানের মধ্যদেশে,  
দেখে এক কুটির সুন্দর ।

কুটিরের চারিধার,      অতিশয় পরিষ্কার,  
সন্নিকটে সরঃ মনোহর ॥

সাগর সমান সর,      সলিল শীতল কর,  
আছে কত সরোরুহ তায় ।

মৃদু মৃদু বায়ুভরে,      তরঙ্গ ক্রান্তক করে,  
কুলের কোলেতে নাশ পায় ॥

পাহাড় প্রমাণ পাড়, কূলেতে ফুলের ঝাড়.

মধুলোভে ভ্রমে পুষ্পকর ।

গতশ্ব ফুলিত ফুলে, ভ্রমর ভ্রমিছে ভুলে,

খসিরা পড়িছে দল চয় ॥

পুষ্পে পুষ্পে অলিগণে, করে গুণ্ণগুণ্ণ স্বনে,

প্রস্থনের প্রসংশা কীর্তন ।

শুনি পুষ্প গুণ গান, তাই করে মধুদান,

চাটুর প্রণেয় সর্সজন ॥

আসি যুবা সরঃকূলে, অশ্ব বাঁধি বৃক্ষ মূলে,

স্নানাদি করিয়া সমাপন ।

কুটির গৃহাভিমুখে, আসিতে লাগিল স্নুখে,

অশ্বরজ্জু করিয়া ধারণ ॥

অবিলম্বে আসি দ্বারে, শ্রেষ্ঠ কুল ব্যবহাবে,

বার্তা দিয়া রহিল বাহিরে ।

যুবার গভীর স্বর, রুচি ভেদে মনোহর,

অধচ কহিল ধীরে ধীরে ॥

একটি নবীনা যুনী, মানবের স্বর শুনি,

দ্রুত পদে বাহিরেতে আসি ।

হেরিয়া যুবকরাজে, যুবতী কৈষৎ লাজে,

রীতি মত বতন প্রকাশি ॥

সস্তাষিয়া সমাদরে, কহিল যুবকবরে,

ভিতরে চলুন মহাশয় ।

আজি মম পর্ণশালা,      পরিল পবিত্র মালা,  
লভি সাধু পদরেণুচয় ॥

জ্ঞান হইবার পরে,      ইতি পূর্বে অন্ত নবে,  
হেরে নাই যদিও যুবতী ।

তথাপি মাতার স্থানে,      নানাবিধ উপাখ্যানে,  
জানাছিল মানবমুরতি ॥

যদিও মাতার স্থানে,      নানাবিধ উপাখ্যানে,  
না শুনিত বিশেষ ভারতী ।

তথাপিও বোধ হয়,      কভু না করিত ভয়,  
যুবকের হেরিয়া মুরতি ॥

যুবকের অঙ্গ চয়,      শঙ্কা প্রদ কভু নয়,  
যদিও আছিল তেজোবান ।

যেমন উজ্জল মণি,      আভায় অনল গণি,  
শৈত্যগুণে সলিল সমান ॥

মুখ খানি মনোরম,      ছাদশীর শশী সম,  
শবতের নিশিতে যেমন ।

কৃষ্ণদির্শে শোভে কেশ,      আভামর নিম্নদেশ,  
দৃষ্টাস্তই শশী নিদর্শন ।

যুবা অতি কুতূহলে,      নামিয়া ধরণীতলে,  
ইতস্ততঃ করি কিছুক্ষণ ।

• তুরঙ্গের বজ্রুধরি,      চরণ চারণ করি,  
করি দিল বন্ধন মোচন ॥

## জয়ালিনী ।

পরে যুবতীর সনে,      কুটিরে আনন্দ মনে,  
    প্রবেশিল হইয়া সুধীর ।  
যুবারে আসন দিয়া,      যুবতী সত্বর গিয়া,  
    আনি দিল সুফল সুনীর ॥  
যুবা দেশাচার মত,      আনীত সুফল যত,  
    নিজ ইষ্টদেবে নিবেদিল ।  
ভোজন করিয়া পরে,      অজিন আসনোপরে,  
    শান্তিসুখ লভিতে লাগিল ॥

---

## পরিচয়ে ।

লভিয়া বিগ্রাম সুখ অতি ধীরে ধীরে ।  
জিজ্ঞাসিল যুবক যতনে যুবতীরে ॥  
কিহেতু কামিনী তুমি কাননবাসিনী ।  
কহ বিবরিয়া ওব বিশেষ কাহিনী ॥  
আকারে সঙ্কশজাতা বলি বোধ হয় ।  
স্বভাবেই স্জাজাতের দেয় পরিচয় ॥  
শুনিতে আমার যদি থাকে অধিকার ।  
বলিতে আপত্তি যদি না থাকে তোমার ॥

## পরিচয়ে ।

বলিলে যদ্যপি নাহি হয় কতিবোধ ।  
 সে কথার যদি সম চলে অনুরোধ ॥  
 অনুরোধ করি তবে বল বিশেষিয়া ।  
 শুনিয়া হউক তুষ্ট কোতুহল হিয়া ॥  
 যুবতী কহিল, একি প্রথমত হয় ।  
 কামিনী হইয়া কোথা দেয় পরিচয় ? ॥  
 যুবক বলিল, মত্য কথার কৌশলে ।  
 যে খানে সর্ব্বই নারী সেই খানে চলে ॥  
 নিরস হাশ্বেদ সহ কহিল যুবতী ॥  
 কি আর কহিব পূর্বে দুখের ভারতী ॥  
 শুনিবারে নহু তব আছে সবিশেষ ।  
 বলিতেও বিম্ব কিছু না দেবি বিশেষ ॥  
 শুনিয়াছি বাস্যকালে মাতার বদনে ।  
 বিপাকে বর্জিত বাস নিবাস কাননে ॥  
 দারিকা নগরী মাত্র শুনিয়াছি কাণে ।  
 পিতার বসতি পূর্বে ছিল সেইখানে ॥  
 ছিলেন ধনেশ ধনে নীর নম্রতার ।  
 সম্ভোগে গনিত পিতা ঐতের সংখ্যার ॥  
 ধরাধর জিনি ধীর বিধির কুপার ।  
 বাসুকী অশ্রুধী মনে ধরা লজ্জাপার ॥  
 প্রতাপে প্রবলানিল শক্রব্রিধানৈ ।  
 স্মৃদ্ধ বসন্তবাসু বন্ধুর বিধানৈ ॥

বুকে রূহস্পতি সম যুদ্ধে কর্ণবীর ।  
 ধর্মে যেন ধর্মরাজ, চাটুতে বধির ॥  
 আকারে আদিত্য সম প্রকারে অমর ।  
 গভীরে সাগর সম কপে শশী স্রব ॥  
 যোগী সম জিতেঞ্জিয় ইঞ্জিয় পর্য্যায় ।  
 শশী, সূর্য্য সম খ্যাতি গৌরব গীতার ॥  
 বিদ্যায় বাণীর পুত্র, কুট হীন মতি ।  
 অশ্ব চালনায় নল অনল সুরতি ॥  
 নাহিক কালের চিন্তে ব্যবস্থা কখন ।  
 কালগুণে নিঃস্ব নৃপ, নৃপতি নির্ধন ॥  
 তৎকালে অমর নাথ বীরেন্দ্র কেশরী ।  
 শাসিত কেশব সম দ্বারিকা নগরী ॥  
 ছিলেন জনক তাঁর সৈন্যের প্রধান ।  
 এক অধিকারে যেন দুই ইরাবানু ॥  
 তৎকালে বিক্রম সিংহ গুজরার পতি ।  
 সমরে অমর বলে ভীম মহামতী ॥  
 রাজত্ব সম্বন্ধে কোন কুট কথাস্তরে  
 উত্তরে মাতিল ঘোর দুর্বার সমরে ॥  
 বহু দিনাবধি রণ হইল প্রথর ।  
 অকালে মরিগ কত যুবক স্তম্বর ॥  
 আহব অঙ্গণে অস্ত্রে অগ্নির সদনে ।  
 ত্যজিল দ্বারিকানাথ পরাণ পবনে ॥

আহব আঘাতে পিতা হইয়া বিজিত।  
 বন্দীভাবে হইলেন গুজরাটে নীত ॥  
 অধিপের আজ্ঞাবলে জনক আমার।  
 হইলেন নির্দাসিত অরণ্য মাঝার ॥  
 পাদপ যদ্যপি করে স্থান বিনিময়।  
 আশ্রিতা লতিকা তার দেহ ছাড়া নয় ॥  
 অথবা ছায়ার সম জনকের সনে।  
 আমারে লইয়া মাতা পশিলেন বনে ॥  
 তখন বালিকা আমি অতীব অজ্ঞান।  
 নাহি জানি জনকের দণ্ডের বিধান ॥  
 বিসর্জিয়া স্বদেশের সম্পদ প্রচুর।  
 স্বর্ণ সম জন্ম ভূমি ইন্দ্র সম পুর ॥  
 পত্রের কুটির এবে, ইন্দ্রের আলয়।  
 অরণ্য অমর-বাস ; লোষ্ট্র বহু চর ॥  
 বৃক্ষের বাকলে ভাবি কৌষেয় বসন।  
 শার্দূল শারঙ্গ চন্দ্র শয়ন শোভন ॥  
 বনজা মলিকা মালা মণিময় হার।  
 লতিকা পদের সম শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ॥  
 কবরী কুম্ভম মঞ্জু কাননের ফুল।  
 কনক কুইমাবলী কোথা তার তুল ॥  
 স্নিগ্ধ ফলের রস গোরস সমান।  
 শর্করা মিশ্রিত বারি সরঃ করে দান ॥



অরণ্য পঞ্চাদি মম প্রেতি বাসিগণ ।  
 বিহঙ্গ প্রলম্ব মধু বীণার বাদন ॥  
 নিকুঞ্জ কুটির চারু অভিময় শালা ।  
 পত্রের সর্ম্মর স্বরে কত মধু ঢালা ॥  
 প্রিয় পিক কুল মম প্রধাম গায়ক ।  
 ভ্রমর নিকর তায় স্বধর দায়ক ॥  
 শুনিয়া হৃদয় স্বরে কহিল যুবক ।  
 কোথা তব সর্ম্মনার জননী, জনক ? ॥  
 যুবকের জিজ্ঞাসার পরেই কুসুমী ।  
 হইল সজল নেত্রা স্তবধির মতি ॥  
 কি হুঃখে হইল মীর গুপ্তিত নয়ন ।  
 কে বলিতে পারে তার মনের ঘটন ॥  
 যুবতীর নেত্রে হেরি নিরানন্দ নীর ।  
 যুবকের ভাব কিছু হইল গভীর ॥  
 এক দৃষ্টে ভূমি পৃষ্ঠে চাহিয়া ক্ষণিক ।  
 বারেক করিল লক্ষ্য যুবতীর দিক ॥  
 পুনশ্চ ধরণী পৃষ্ঠে ক্ষেপিয়া নয়ান ।  
 যেন কিছু ভাবনায় হইল মগন ॥  
 কহিল কিঞ্চিৎ পরে নাহি প্রয়োজন ।  
 বেদনার হেতু যদি হয় বিবরণ ॥  
 কোমল নবনী, স্মৃতি, সারীর স্বদর ।  
 অল্প তাপে, জ্বরে, আশু প্রবীড়িত হয় ॥

বিগত ছুঃখের বাক্য বর্তে বর্তমানে ।  
 বলিতে অন্তরে চারি গুণ পরিমাণে ॥  
 নিমজ্জিয়া নাহি কায সস্তাপ কন্দনে ।  
 থাকুক সপের হাণ্ডি শরা আবরণে ॥  
 যুবতী সে ভাব আশু করি সংবরণ ।  
 অজিনে মুছিল নিজ সজল নয়ন ॥  
 না জানি বারেক কেন কি ভাবিয়া মনে ।  
 কেপিল অপাঙ্গ দৃষ্টি যুবার বদনে ॥  
 কিন্তু সে কণিক দৃষ্টি কত ক্ষণ রয় ।  
 ইচ্ছা থাকিলেও তার রাখা ভাল নয় ॥  
 ফিরাইয়া নয়নের দৃষ্টি স্থানান্তরে ।  
 সখোদিয়া যুবকে কহিল প্রত্যুত্তরে ॥  
 আমার নয়ন নীরে থাকিলেও ছুঃখ ।  
 তব কাছে অনু মাত্র ভাবিনা অস্থখ ॥  
 যুবক বলিল । ছুঃখে কি কায বলায় ।  
 যুবতী বলিল । ছুঃখ হেন কি তাহার ॥  
 যুবক বলিল । যদি নির্মল গগন ।  
 শুভ্র মেঘে হইল কি ? বারি বরিষণ ॥  
 নয়নের নীর বিন্দু করিলে মোচন ।  
 বলিতে পারিনা ছুঃখ দিলে বিনর্জন ॥  
 দিনেকের তরে যদি প্রাবৃট গগন ॥  
 বারিদ বিহীন হর—প্রকাশে তপন ॥

শৈত্য' শুণে বায়ু যদি হুহুল বিহারে ।  
 তথাপি হেমন্ত কাল কে বলিতে পারে ॥  
 যুবতী বলিল । সত্য ! — কিন্তু মহাশয় ।  
 বলিলে মনের দুঃখ লাঘব নিশ্চয় ॥  
 যুবক বলিল । তবে বল বিবরণ ।  
 অবশ্যই স্থান দান করিবে অরণ ॥  
 বস্তার বলিতে যদি কষ্ট নাহি হয় ।  
 শ্রোতার উপেক্ষা করা উপযুক্ত নয় ॥  
 যুবতী কহিল । আমি চুর্ভাগিনী অতি ।  
 জন্মাবধি বিরহিতা ; সম্পদ বসতি ॥  
 হইল অনেক দিন জনক আশার ।  
 পরলোকে গিয়াছেন ত্যজিয়া সংসার ॥  
 অল্প অল্প মনে পড়ে পিতার মরণ ।  
 এত স্মারকতা শক্তি ছিল না তখন ॥  
 স্বপনে পদার্থ জ্ঞান অল্পষ্ট যেমন ।  
 সেই রূপ হয় মাত্র পিতারে স্মরণ ॥  
 পাণ্ডবের প্রিয় পুত্র পাণ্ডুবী দুর্জয় ;  
 ধনঞ্জয় নাম তার ভেজে ধনঞ্জয় ॥  
 যাহার যশের গান ঘোষে যোদ্ধাগণে ।  
 অদ্যাবধি নিরবধি বিকচ বদনে ।  
 নাশিরা কৌরব কত গৌরব কিনিল ।  
 পৌরব গ্রহনে বল গৌরব ছুটিল ॥

অনলে নিকুট কীট নাশে যে প্রকার ।  
 নাশিল কতই অরি সংখ্যা নাহি তার ॥  
 যে কাল করিয়া সেই যুধানে সংহার ।  
 রাখিয়াছে মহীতলে নাম মাত্র তার ॥  
 নিকুপম ভীমসেন অনুপম বলে ।  
 অদ্যাবধি যার বল দৃষ্টান্তের স্থলে ॥  
 কাটিয়া অরির শির পাড়িয়া ভূতলে ।  
 বহাইল রক্ত স্রোত স্রোতধিনী-বলে ।  
 বাহারে হেরিয়া কত যুধান কেশরী ।  
 ঘাইত যমের গৃহে দেহ পরিহরি ॥  
 যে কাল করিয়া সেই বিক্রান্তে সংহার ।  
 রাখিয়াছে নাম মাত্র জগৎ মাঝার ॥  
 সাগরের বক্ষে ছীপ সিংহল শোভন ।  
 ক্রুকের মোহিনী কপে বকোজ যেমন ॥  
 অথবা প্রকুল পদ্ম, কুমুদ, কামারে ।  
 অথবা তপন, শশী, আকাশ মাঝারে ॥  
 সেই সিংহলের মাঝে লঙ্কেশ রাবণ ।  
 প্রতাপে কম্পিত যার অনুরাগিণ ॥  
 অরির শরীর রক্তে আরক্ত নরনে ।  
 কর্দম করিল যেই দুর্দম দারণে ॥  
 এক কালে বাহার স্তম্ভীক ধনুর্বাণ ।  
 লাঘব করিয়া ছিল রাঘবের মান ॥

রঘুকুল তিলক ত্রিলোক অধিকারী ।  
 ছ্যালোকের ঐশ্বর্য পাত্র গোলোক বিহারী ॥  
 নাগপাশ বাণে যার হইরা বন্ধন ।  
 করিরা ছিলেন কত কাতরে ক্রন্দন ॥  
 যে কাল করিরা সেই রাবণে চর্ষণ ।  
 রাখিরাছে মহীতলে নামের কীর্তন ॥  
 সেই কাল মন ভাতে করিরা সংহার ।  
 রাখিরাছে মহী মাঝে নাম মাত্র তাঁর ॥  
 কেবল জননী মহ, আছেন জীবিতা ।  
 অতি বৃদ্ধা সমুদান শক্তি বিরহিতা ॥  
 ভুকার পানীর নীর ক্ষুধার আহার ।  
 অজ্ঞানে জল দাতী ; আমি মাত্র তাঁর ॥  
 যুবা জিজ্ঞাসিল পুনঃ পরিমিত স্বরে ।  
 কোথায় জননী তব, বুঝি গৃহান্তরে ॥  
 যুবকের অনুমানে নাহিক সন্দেহ ।  
 অঙ্গুলী ইঙ্গিতে বুনী দেখাইল গেহ ॥  
 যুবক কহিল । যদি না থাকে বারণ ।  
 হেরিব তাঁহার পদ বিপদ নাশন ॥  
 যুবতী সম্মতি সহ লইরা তাঁহারে ।  
 উপনীত হইলেন মাতার আশ্রয়ে ॥  
 আগারটি কথিত গৃহের এক শেষ ।  
 এক ছাদে আচ্ছাদিত ছিল শূন্য দেশ ॥

প্রকোষ্ঠ বলিতে গেলে যুক্তি হয় হয় ।  
 এই হেতু গৃহান্তর বলাই বিধেয় ॥  
 আগারে পশিয়া যুবা করিল দর্শন ।  
 রূপার বার্ষিক্য হেতু আকার ভীষণ ॥  
 অবদ্র শোণের মত রক্তত কুন্তল ।  
 রক্ত গত হইয়াছে নয়ন যুগল ॥  
 পতিত চিবুক দেশ বকের উপরে ।  
 ওষ্ঠাধর পশিয়াছে বদন বিবরে ॥  
 অপক কদলী ফল বিগুণে যেমন ।  
 দেখিতে কুৎসিত হয়, অল্পই গঠন ॥  
 সেই কল আঁচীর নর কক্ষের যুগল ।  
 উরসে সংলগ্ন আছে হইয়া অচল ॥  
 সাগিনী সমাস শির উঠিয়াছে গার ।  
 বলিত বন্ধুর চর্ম গলিত তাহার ॥  
 দেহ খানি অতি শীর্ণ মাংস বিব্রহিত ।  
 কেবল কঙ্কালে যেন চর্ম আচ্ছাদিত ॥  
 প্রণম্য জানিয়া যুবা করিল প্রণাম ।  
 রূপা জিজ্ঞাসিল বৎস ! কি তোমার নাম ॥ ?  
 কোথায় বলতি কর ? যাবে কোন স্থানে ।  
 বাধা না থাকিলে বল মম সন্নিধানে ॥  
 শুনিয়া কহিল যুবা সবিস্ময়ে অতি ।  
 অতিথ্য স্বরেশ রাত্র তুরাতে বলতি ॥

বাইব উদয় পুরে আছে অভিনাষ ।  
 না জানি করেন কিবা দেব কীর্তিবাস ॥  
 প্রাচীনা কহিল পুন্স কাহার সন্ততি । ?  
 প্রত্যুত্তরে কহিলেন শ্রুতেশ জমতি ॥  
 বিক্রমী ত্রিলোক রায় তাঁহার ভদ্র ।  
 বৃদ্ধার চমক সহ কাঁপিল হৃদয় ॥  
 অস্ত্র মন সহ হৃদি হইল আকাশ ।  
 কণ পরে ত্যজিলেন স্বর্গীয় নিঃশ্বাস ॥  
 প্রাচীনায় ভাবান্তর বুঝিয়া লক্ষণে ।  
 প্রশ্ন করিলেন রায়, বিনীত বচনে ॥  
 কেন দেবী ? হেন ভাব করিলে ধারণ ।  
 কি হেতু হইল দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতন ॥  
 বৃদ্ধা কহিলেন । নাহি অন্য কোন হেতু ।  
 ত্রিলোক ভূপের পুত্র রায় কুল কেতু ॥  
 আরাধিলে যারে নাহি পার জগ জনে ।  
 স্বইচ্ছায় তিনি মম কুটির ভবনে ॥  
 শরদের পূর্ণ শশী নিরদে জড়িত ।  
 বৈশাখের বিকর্ভন বারিদে আবৃত ॥  
 অগ্নিব সর্কাল ঢাকা ভস্মের ভিতর ।  
 নীলকান্ত অরকান্ত ধুলার ধূসর ॥     ..  
 কেমনে চিনিবে লোক অন্তান যেজন ।  
 অজ্ঞ হেতু অপরাধ কন্মার কারণ ॥

অনলে সলিল কতু ঘন নাহি হয় ।  
 ঘৃণিলে অনিলে কতু অপকারী নয় ॥  
 অজানত যদি কোন হয়ে থাকে দোষ ।  
 কমিবে আপন গুণে হইবে সন্তোষ ॥  
 গুনিয়া বিনয় বাক্যে कहিলেন রায় ।  
 অপরাধ না হইলে কমা করা দায় ॥  
 পুনরুক্তি না করিয়া অবনত মুখে ।  
 বসিয়া রহিল বৃদ্ধা আন্তরিক ছুঃখে ॥  
 পতন উন্নত ঘন নীলিমা বরণ ।  
 যতক্ষণ জ্বলি তলে না হয় বর্ষণ ॥  
 যেমন চৌদিকে থাকে ঘোর অন্ধকার ।  
 বলকি বিজলী বজ্র পড়ে বার বার ॥  
 যখন বর্ষণ হয় সলিল আসার ।  
 তিরোহিত হয় বজ্র, ঘন, অন্ধকার ॥  
 নয়ত একটি বাত্যা হইয়া উখিত ।  
 উড়াইয়া দেয় ঘন ঘটার সহিত ॥  
 না হয় নিষ্ফল মাত্র তর্জন গর্জন ।  
 না হয় বাতয়ার সহ হয় বরিষণ ॥  
 তেমনি নরের মনে ছুঃখ জলধর ।  
 অন্ধকার কেপে ব্যাপে সর্ব কলেবর ॥  
 যত ক্ষণ নাহি হয় অন্ধ বরিষণ ।  
 ছুঃখের লাভ নাহি হয় কদাচন ॥



না হর নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে পড়ল ।  
 দুঃখের কিঞ্চিৎ আশি করি নিশ্বাস ॥  
 না হর নিঃশ্বাস সহ অশ্রুপাত হর ।  
 না হর অন্তর দুঃখ অন্তরেই রর ॥  
 পূর্বকার দুঃখ বুঝা তাকিয়া অন্তরে ।  
 পূর্ষিত হইরাছিল দুঃখ অন্তরে ॥  
 অচিরেই স্মরণ হইল পতন ।  
 করিল মনের দুঃখ কিছু নিশ্বাসনা :  
 বুঝার নরনে মীর হেরিয়া অরুণে ॥  
 কহিলেন রাত্রি আতি সুস্থ বচনে ॥  
 শমিত হউন দেবি ; কেন অকারণে ।  
 দূষিত করেন যদি সরন জীবনে ॥  
 বুঝা কহিলেন অশ্রু ভারাক্রান্ত করে  
 আমার দুঃখের হেতু অসীম অন্তরে ॥  
 অকারণে নহে মরণ ; আসি অত্যাগিনী ।  
 জগৎ মাঝারে মাত্র জন্ম দুঃখিনী ॥  
 দিনেকেরো ক্ষরে তবু সুখী কত জন ।  
 অজন্ম আছে মন, নাই কদাচন ॥  
 মম মম দুঃখাগিনী জিহবগেটে বাই ।  
 ধরা, মারী সর্ব মহা মরে থাকি-তাই ॥  
 যুবরাজ কহিলেন : অশ্রু মধুর ।  
 বিপদ, মন্দ কিছু চির হারী নয় ॥

সুখ, দুঃখ চক্র ক্রমে করে গভীরাত ।  
 কখন ঐশ্বর্য ভোগ কখন উৎপাত ॥  
 দণ্ডের সম কভু রাজদণ্ড ধারী ।  
 কখন শ্রীহীন বেশী দ্বারের ভিখারী ॥  
 কখন পরিত তুল্য গুরুত্ব নিলয় ।  
 কখন তুণের তুল্য লঘু নীচাশয় ॥  
 কখন কুবের সম, স্ব সম্পদ শালী ।  
 কভু কাহ্না ধারী পান্থ কড়ার কাঙালী ॥  
 কভু বসিবারে স্বর্ণ রত্ন সিংহাসন ।  
 কখন ধরণী তলে ধূলিকা আসন ॥  
 কখন নিবাস স্থান ইন্দ্রের মন্দির ।  
 কখন তরুর তল পত্রের কুটির ॥  
 সময়ে হইতে পাবে সুখের সম্পদ ।  
 চির দিন কার বল নিবসে বিপদ ॥  
 বৃদ্ধা বলিলেন । মম সুখ নাহি ভাগে ।  
 বায় বলিলেন কিলে জানিলেন আগে ॥  
 ভবিষ্যৎ কেবা জানে ধবণী স্তিতবে ।  
 হয়ত হইতে পারে সময় অন্তবে ॥  
 মানব হইত যদি ভবিষ্যৎ ভাষী ।  
 তবেকি হইত কেহ আশার প্রত্যাশী ॥  
 এত দিনে সুখ দুঃখে পূবিত সংসার ।  
 কোথাও বাজিত বাদ্য কোথা হাহাকার ॥

ঘটিত অরিষ্ট বহু অবনী নাশক ।  
 উঠিত আপদ বত দুঃখ উৎপাদক ॥  
 বৃদ্ধা কহিলেন । মিছে আশা কেন আর ।  
 রাখ বলিলেন । আশা জগতে অপাব ॥  
 আকাশের সম আশা অসীম ভুবনে ।  
 আশা অতিক্রমী কেহ নহে নিজ মনে ॥  
 থাকিত আশার যদি সীমা নিকপিত ।  
 অবশ্য হইত লোকে পরিতুষ্ট চিত ॥  
 আশাতেই আশ্বাসিত জগতের লোক ।  
 আশার আশার লোকে ভুলে পুত্র শোক ॥  
 প্রাচীনা দ্বিকৃষ্টি নাহি করিলেন আর ।  
 কণিক করিয়া রুদ্ধ বচনের দ্বার ॥  
 কহিলেন পুনঃ । বৎস ! পথ অতিক্রমে ।  
 অতীত কাতর আজি আছ পরিশ্রমে ॥  
 লভ গিয়া শান্তি সুখ রীতির বিহিত ।  
 দোষের মার্জনা যেন করে তব চিত ॥  
 যুবরাজ কহিলেন ।—করিয়া বিনয় । .  
 মম প্রতি হেন ভাষ শিব হেতু নয় ॥  
 বৃদ্ধা বলিলেন । বৎস ! ভূপাল তনয় । ।  
 দূরের আকাশ তল নিম্ন জ্ঞান হয় ॥  
 কিন্তু সে কোথায় নিম্ন উচ্চের প্রধান ।  
 বিদেশ বলিয়া তাই নিম্নে নতবান ॥

অবশ্য বিনীত শিবঃ যেকন উন্নত ।  
 বংশের শিখর যথা নিম্ন ভাগে নত ॥  
 বিদেশে বিনীত হবে বুধেব বচন ।  
 স্বরেশ বিনীত শিবে কবিয়া শ্রবণ ॥  
 বিদায় বৃদ্ধার স্থানে লইয়া অচিরে ।  
 পশিলেন আসি পুনঃ পূর্বের কুটিবে ॥  
 স্বরেশ করিলে পরে গৃহান্তবে গতি ।  
 যুবতীর নাম ধরি কহিল জবতি ॥  
 কুমার অভিধি যেন কষ্ট নাহি পায় ।  
 যদি জানিত বৃদ্ধা আপন কন্ডায় ॥  
 করুণা দান্ধিণ্যে পূর্ণ হৃদয় তাহার ।  
 তথাপিও প্রাচীনা কহিল একবার ॥  
 বৃদ্ধার বচন শুনি অতি সাবধানে ।  
 শুনিলেন রায় বসি, আপনার স্থানে ॥  
 বচনের শব্দ মাত্র পশিল শ্রবণে ।  
 হইলেন অপারক মরম গ্রহণে ॥  
 যুবতীর নাম মাত্র যতনে বিস্তর ।  
 কবিলেন অনুমানে বুদ্ধির গোচর ॥  
 পাঠকের নামটি কি ? ( অনুমান হয় )  
 শুনিবারে ইইয়াছে ব্যাকুল হৃদয় ॥  
 সরল তাহার নাম,—অতি বুদ্ধিমতী ।  
 পূর্বেরই হয়েছে উক্ত নবীনা যুক্তী ॥

বরণ 'হৃন্দর তার তাহাতে উজ্জ্বল ।  
 অঙ্গের সৌষ্ঠব অতি কোমল, সবল ॥  
 মুষ্টিমেয় কেশ গুলি তাহাতে কুঞ্চিত ।  
 শিবস্ শিখরে আছে অবব্ধে অড়িত ॥  
 ললাট প্রশস্ত, কিন্তু কিঞ্চিৎ উন্নত ।  
 তাহাতে মুখের শোভা করে নাই হত ॥  
 লোচন আরত অতি লক্ষণে জানায় ।  
 ক্রটি না ব্যাঘাত দিলে বাঁহিত ঘাটায় ॥  
 গুরু দ্বিতীয়ার শশী, - ভুরু মনোরম ।  
 আরো কিছু দীর্ঘ হলে হইত উত্তম ॥  
 কর্ণ দুটি দৃশ্যে অতি মানস রঞ্জন ।  
 গণ্ডস্থলে আছে বেশ লোহিত বরণ ॥  
 নাসিকায় মুখ খানি করিয়াছে আলো ।  
 পবিত্র নিম্নোন্নত স্বভাবতঃ ভালো ॥  
 দ্রব্যেব আঙ্গণ, শ্বাম লইবার দ্বার ।  
 দেখিতে এমন কিছু নহে কদাকার ॥  
 নস্ত্র গ্রাহী আচার্য্যেরো মত দীর্ঘ নয় ।  
 সূচিকারো ছিদ্র সম ক্ষুদ্র কেবা কর ॥  
 যেমন হইলে পরে উপযোগী হয় ।  
 গঠনে তেমনি ; কোন দেখিনা ব্যত্যয় ॥  
 অঙ্গ প্রবেশের, বাক্ নিঃসরণ দ্বার ।  
 হইলে অত্যন্ত বড় হত চমৎকার ॥

ওষ্ঠাধর স্বভাবতঃ আরক্ত বরণ ।  
 যে হলে সূচাকু হয় তেমনি গঠন ॥  
 আশ্রয়ে শোভে স্নমধুর বশব্দ হাসি ।  
 শৈশব সময়াবধি বদন নিবাসী ।  
 যৌবনে সে হাস্তে কোন ধরে নাই দোষ ॥  
 যে জন যে ভাবে ভাবে পায় পরিতোষ ॥  
 কদম্ব গৰ্ভস্থ রেখা শোভিছে গ্রীবায ।  
 অভীষ কোমল নাহি কঠিনতা তায় ॥  
 আদি রিপু উত্তেজক-সুগন্ধিত স্তন ।  
 বমনীর যৌবনের অমূল্য বতন ॥  
 কলিকায় স্নকোমল অতি মনোহর ।  
 সুখ প্রদ মুখকর ভাবী পয়োধব ॥  
 দৃশ্যে দাহী স্পর্শে প্রিয় সে কুচ যুগল ।  
 অন্তর হইতে অগ্নি কবে স্নশীতল ॥  
 থাকুক্ আচ্ছাদ মাঝে হইয়া পোপন ।  
 স্নুলোম্নত কাঠিন্যের স্পষ্ট নিদর্শন ॥  
 বিপুল-নিতম্ব, আর পীন পয়োধব ।  
 ক্রমান্বয়ে অধঃ আর উর্দ্ধেব ঈশ্বর ॥  
 কি জানি নিতম্ব আর পীন পয়োধরে ।  
 সীমা লইয়া যদি প্রতিবাদ করে ॥  
 এই হেতু ক্ষীণ কটি বিশেষ করিয়া ।  
 দিতেছে দৌহারে যেন সীমা দেখাইয়া ॥

সুগৌল কোমল চারু চরণ যুগল ।  
 কান্তের দোষের ক্ষমা পাইবার স্থল ॥  
 পাঠক । কেন হে তব নেত্র কি কারণে ।  
 সরলার সুধাভবা হৃদয় প্রাঙ্গণে ॥  
 সতৃষ্ণ নয়নে কেন দৃষ্টি বার বার ।  
 হইয়াছে মনে বুঝি আশার সঞ্চার ॥  
 তাই বুঝি হইয়াছে অন্তব অসাব ।  
 দ্রষ্টব্যেব দ্রব্য যেন বিশ্ব নাহি আর ॥  
 যার যায় আশা তার তথ্য নয়ন ।  
 বারম্বার বিলোকন প্রীতিব লক্ষণ ॥  
 এখনি ও আশা কিন্তু কর পরিহার ।  
 কেনা জানে দুবাকাজ্জা দুখের আধার ॥  
 সরলা মাতাব স্থানে বিদায় লইয়া ।  
 আইল সুরেশ পাশে সত্বর হইয়া ॥  
 তখন গগন মণি-দেব প্রভাকর ।  
 পশিতে চরম চূড়ে হইল তৎপর ॥  
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষাদির প্রতিবিশ্ব চয় ।  
 হইয়াছে ক্ষুদ্রের সুদীর্ঘ পরিচয় ॥  
 উন্নত বৃক্ষের শিরে অটালী শিখবে ।  
 কেবল কিবণ কণা ঝিকি ঝিকি করে ।  
 কত শ্বেত সৌধ শির শোভিয়াছে ভায় ।  
 শিন শিরে শনি-রশ্মি যথা শোভাপায় ॥

যে সব উন্নত গিরি ব্যাপ্ত বহু দেশ ।  
 স্বর্গের সোপানে যেন আছে অবশেষ ॥  
 তাহাদেবো শিবে বশি লোহিত রুচিবে ।  
 সিন্ধুবেব বিন্ধু যেন হিন্ধু নরী শিরে ॥  
 কব মালা দিয়া রবি সবসীব জলে ।  
 লইছে বিদায় যেন পদ্মিনীর স্থলে ॥  
 দুখে পদ্মিনীর মুখে সবে না বচন ।  
 কে দেয় বিদায় নাথে থাকিতে জীবন ॥  
 লম্পট ঘটপদ কুল আকুল পরাণে ।  
 গুঞ্জে গুঞ্জে কত পুঞ্জ ধায় কুঞ্জ পানে ॥  
 উপপন্নী দুখে বৃষ্টি মুখে গুঞ্জ রব ।  
 অথবা আনন্দে কেবা করে অমুত্তব ॥  
 স্বকার্য্য হইলে শেষ কাবে কেবা চাষ ।  
 লুটিয়া কুটিল কুল ছুটিল বাসায় ॥  
 কুমুদিনী কমলিনী-কান্ত পরশনে ।  
 লঙ্কায় মলিন মুখী মলিল সদনে ॥  
 পতিব্রতা রমণীর এইত লক্ষণ ।  
 পরশে পুরুষ পর বিরস বদন ॥  
 ক্ষণে ক্ষণে মৃদু ভাবে দুশ্চেষ্ট পবন ।  
 দিচ্ছে বিমুক্ত কবি মুখেব বসন ॥  
 কুমুদিনী হেলে দোলে লঙ্কাব কারণ ।  
 দুর্ব্বলের অস্থিরতা সহায় স্বজন ॥



সনাথ! সতীর সনে কুমুদিনী সতী ।  
 যাচিছে যামিনী সদা পাইতে স্বপতি ॥  
 ক্ষণে ক্ষণে ছলাসহ অপাজ নরনে ।  
 সলাজে সকাস্তা যেন চাহিছে গগনে ॥  
 সূর্য্যেব অন্তের কাল করি দরশন ।  
 হযত বলিল কেহ, বিয়োগী যে জন ॥  
 সুখ দুঃখ বিতরিয়া নরের অন্তরে ।  
 চলিলে চরমে তুমি আজিকার তরে ॥  
 নিকটে বিকট! নিশা নিশাচরী সমা ।  
 কে করিবে দুঃখ নাশ নাহি প্রিয়তমা ॥  
 কহিল সংযোগী কোন সম্বোধি তপনে ॥  
 আর কেন দিননাথ! যাও নিকেতনে ॥  
 সময়ে প্রত্যহ নিত্য যাও যে প্রকার ।  
 আজি নয় যাও কিছু অগ্রেতে তাহার ॥  
 ধন্য বটে তোমার প্রভুব কার্য্যে মন ।  
 উষায় আগম তব সায়েছে গমন ॥  
 লোক লাজ ভরে যার হৃদয় রঞ্জিনী ।  
 দিবসে আবৃত মুখী যথা কুমুদিনী ॥  
 সরস না হয় সতী হেরে প্রাণেশ্বরে ।  
 কুমুদিনী দিনে যথা নভে শশধরে ॥  
 অশ্বরে অধব অর্ক আচ্ছাদন করি ।  
 গুরু জন কাছে থাকি গুণরে স্মরী ॥

হযত স্বেযোগ কোন কবির। সন্ধান । ০  
 দেখায়েছে প্রাণ নাথে প্রণয় নিশান ॥  
 ছলা সহ বন্ধঃ বাস করি তিরোহিত ।  
 স্কুলোন্নত স্তনযুগ অর্দ্ধ আববিত ॥  
 বদন ছদনে হাস্ত মাধুর্য্য পূবিত ।  
 লঙ্কার অধিক অংশ তাহে বিমিশ্রিত ॥  
 আবাব তাহাতে বুঝি অপাক কেপণ ।  
 চৌদিকে চাহিয়া কথা সূধা বরিষণ ॥  
 অপাক ভঙ্গিমা আর ইঙ্গিত করণে ।  
 যে নারী সক্ষমা তার কি কাষ কখনে ॥  
 ইঙ্গিতেই ব্যক্ত যদি মনের বচন ।  
 রসনার কাষে তবে কিবা প্রয়োজন ॥  
 রমণীর হাব ভাব বুঝিয়া লক্ষণে ।  
 ধাইছে তাহার মন প্রণয় মিলনে ॥  
 লোক লাজ ভয়ে তাহা দিবসে কি পাবে ।  
 তপনে ধাইতে অন্ত কহে বারে বারে ॥  
 সংযোগীর ইচ্ছা, সূর্য্য প্রাতে অন্ত হয় ।  
 বিরোগীর পুনঃ উদে সারস্বত সময় ॥  
 তপন কাহারো কিন্তু বিস্ত ভোগী নয় ।  
 কে বাঞ্ছিতে পারে তারে হইলে সময় ? ॥  
 অন্তেব সময় দেখি নিস্তেজ তপন ।  
 • পৃথিবীর কাছে করি বিদায় গ্রহণ ॥

আপন আবাসে আশু করিল গমন ।  
 ডুবিল তিমির জলে জগত শোভন ॥  
 তামসী তপন তাপ বিগত নিরখি ।  
 ব্যাপিল জগতে লবে তার। তত্র। সখী ॥  
 এখনো প্রগাঢ় তমঃ নক্ষত্র সকল ।  
 ব্যাপে নাই ভূমণ্ডল, নীল নভস্থল ॥  
 হেনকালে সরলা সরল ভাবে অতি ।  
 কহিল বিনতি করি স্বরেশের প্রতি ॥  
 অন্তগত দিবা দীপ তাপদ তপন ।  
 নৈশিক নীলিমা রঞ্জে রঞ্জিল গগন ॥  
 কুলায় নিলয়ে গত হিঙ্গ কুল যত ।  
 শর্করীর প্রিয় সখী সন্ধ্যা সমাগত ॥  
 অসঙ্কোচে অনুজ্ঞা করুন মহাশয় ।  
 অনুজ্ঞা সাপেক্ষ বাহা অভিরুচি হয় ॥  
 কহিলেন যুবরায় স্বয়ং স্বরনে ।  
 সায়িক বন্দনাদি করিব একণে ॥  
 এতেক বলিয়া ত্যজি অজিন আসন :  
 অচিরেই করিলেন গাত্র উত্তোলন ॥  
 সরলা করিল প্রসন্ন গমন কোথায় ? ।  
 উত্তরে সরসী কূলে কহিলেন রায় ॥  
 সরলা কহিল কষ্টে নাহি প্রয়োজন ।  
 এই খানে সকলি হইবে আয়োজন ॥

অচিবেই পয়ঃ পূর্ণ পাত্র আনি দিল ।  
 স্ববেশ কোলিক মত কার্য্য সমাপিল ॥  
 ক্রমশঃ বাড়িল নিশা সৎ আলাপনে ।  
 পরেতে বসিল রায় ভোজন ভাজনে ॥  
 নানা বিধ মিষ্ট ফল স্বাদে স্তমধুব ।  
 মলিল শীতল সচ্ছ দর্শনে মুকুর ॥  
 পবিমিত পরিতোষে করিষা ভোজন ।  
 নির্দিষ্ট শয্যায় রায় করিল শয়ন ॥  
 সরলাও মাতৃ গৃহে কবিয়া গমন ।  
 আহারাশ্বে শয্যা তলে করিল শয়ন ।

---

দাস সঙ্গমে ।



নিশীথী-নীরব-সনে, নিজ্রাজাত অচেতনে,  
 সময়ে হইল অবমান ॥  
 চাড়িয়া কিবণ রথে, মাঘোনী মারুত পথে,  
 আগিয়া উদিল ভানুমান ॥  
 দিকৃ ব্যাপী তমোরাশি, হইল বিবর বাসী,  
 যুছ হালি বধূর বদনে ।

পদ্মিনী ফুলিনী বনে, চক্রবাকী হর্ষ মনে,  
বিয়োগিনী মুছিল নয়নে ॥ •

জাগিয়া মানবগণ, নিজ কাষে দিল মন,  
কেবল সুবক কতগুলি ॥

কোমল শয্যার অঙ্কে, নিদ্রায়ায় নিরাতঙ্কে,  
আপন আপন কর্মভুলি । •

তাই বুঝি দবিমুখ, বিনর্জিয়া মন ছুঃখ,  
ধরিয়া স্মৃতি স্মৃতি ॥

বসিয়া বংশের শিরে, গাইতেছে ধীরে ধীরে,  
“যুবর আলস্য ভাল নয়” ॥

তাই বুঝি বুল বুলি, আহার বিহার ভুলি,  
হয়ে অতি হর্ষিত হৃদয় ।

বসি বৃক্ষ শাখোপরে, গাইছে আপন স্বরে,  
“যুবর আলস্য ভাল নয়” ॥

তাই বুঝি সঙ্গতি, ত্যজে বৃক্ষ নিবসতি,  
হাতায়নে হইয়া উদয় ।

মৃদু মৃদু ভাব ধরি, কহিছে আমোদ কবি,  
“যুবর আলস্য ভাল নয়” ॥

তাই বুঝি স্নেহ ঘরে, অতিশয় উচ্চৈঃস্বরে,  
উর্ধ্বকণ্ঠে কুকুট নিচয় ॥ •

আপন নিদ্রাছলে, জগত জনেবে বলে,  
“যুবর আলস্য ভাল নয়” ।

তাই বুদ্ধি অলিপণে,      যাইয়া কুসুম বনে,  
 কুসুমের কর্ণস্থলে কর ।  
 গুন্ গুন্ মিছে ভান,      করে উপদেশ দান,  
 “যুবর আলস্ত ভাল নয়” ॥  
 হেনকালে যুবরায়,      নামিয়া বিভুর পায়,  
 আলস্তের আবাস শয়ন ।  
 অবিলম্বে তেরাগিয়া,      হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া,  
 করিলেন বিদায় গ্রহণ ॥  
 সরলা বিরস আস্তে,      অধচ নীরস হাস্তে,  
 কহিল বিনীত ভাবে অতি ॥  
 পুনরাগমন কালে,      অন্তরের অন্তরালে,  
 যেন নাহি থাকি মহামতি ॥  
 শুনিয়া যুবক বর,      করিলেন প্রত্যুত্তর,  
 স্বেযোগ স্মৃতি যদি হয় ।  
 অবশ্য আসিব পুনঃ,      না হইবে নিষ্করণ,  
 অবশ্য প্রকাশে নিঃসংশয় ॥  
 এতেক বলিয়া রায়,      মত লয়ে পুনঃ রায়,  
 অশ্বোপরে করি আরোহণ ।  
 পৃষ্ঠ ভাগে কত বার,      কেপিয়া দৃষ্টির ধার,  
 গম্য পথে করিল গমন ॥  
 প্রথমে অশ্বের তুণ্ড,      অবণ নয়ন কুণ্ড,  
 শিরোধি সম্মুখ পদদ্বয় ।

ক্রমান্বয়ে পরে পবে,      নন্ননেব অগোচরে,  
 গতির সহিত গত হয় ॥  
 অচিরে অর্ধেক কার,      দৃষ্টির অন্তরে যায়,  
 স্বরেশের দেহ অর্ধ সনে ।  
 অদৃশ্য তৃতীয় ভাগ,      নাশিয়া দৃষ্টির রাগ,  
 স্বরেণ পড়িল অদর্শনে ॥  
 পশ্চাতের পদ-ডানি,      তৎপরে বামের খানি,  
 ক্রমশঃ হইল অস্তরিত ।  
 ঘোটকের পুচ্ছদেশ,      অদৃশ্য হইল শেষ,  
 সরলার স্বর্ষের সহিত ॥  
 অদৃশ্য হইয়া রায়,      সত্বরে চলিয়া যায়,  
 ছাড়ি কত বন নিকপম ।  
 সরলার কথা গুলি,      হৃদয়ের দ্বার খুলি,  
 করিতে লাগিল গমাগম ॥  
 কিঞ্চিৎ অন্তরে আসি,      জন্মিল স্বর্ষের বাশি  
 হেরিয়া মানব এক জন ।  
 স্বদূর বশতঃ ভায়,      চিনিতে নারিল রায়,  
 অবরব কিন্তু পুরাতন ॥  
 অশ্ব চালাইয়া বলে,      কাছে আসি কুতূহলে,  
 কহিলেন স্বরেশ তাহার ।  
 কি হেতু গিরীশ ধর,      হইবারে অগ্রসর,  
 প্রেরিলাম প্রথমে তোমার ॥

সেই জন প্রত্যুত্তবে, কহিল সংঘত করে,  
ঘটে ছিল ব্যাঘাত চম্ভব ।

বুন পথ পদ বাধ্য, অত্যন্ত আশাস সাধ্য,  
এই হেতু চাহিল অন্তর ॥

‘প্রত্যুষে ত্যজিয়া বাস, মন মাঝে মহোজাস,  
চলিলাম; অজ্ঞাস্ত চরণ ।

ভ্যজি রবি পূর্ব পুরে, উদিল আকাশ উরে,  
পশিলাম কাননে যখন ॥

তখন তপন কর, অগ্নি বস খরভর,  
পৃথিবী জ্বলিছে দাবাসম ।

শুকর মহিষ করী, নীরে দেহ মগ্ন করি,  
শীতল করিছে পরিশ্রম ॥

তরুর নবীন দল, পেয়ে রবি করতল,  
নম্র ভাব করেছে ধারণ ।

কোমল কুসুম চয়, হইতেছে অপচয়,  
রবি করে হইয়া দাহন ॥

নানা পশু দলে দলে, শীতল বৃক্ষের তলে,  
অনুভব করে শান্তি স্থখ ।

পাখী সব শাখী পরে, গাইছে আপন স্বরে,  
গন্ধিনীর মুখে দিয়া মুখ ॥

দেখিতে দেখিতে শোভা, স্থখ প্রদ মন লোভা,  
হেরিলাম সরঃ এক বনে ।



প্রস্তুরে' রচিত তীর,      টল টল করে নীর,  
 গন্ধ সহ স্নুস্নু পবনে ॥  
 সেই সরোবর তটে,      বকুল তমাল বটে,  
 পবন ভবন বাঁধিয়াছে ।  
 মৃদু মৃদু ভাব ধরি,      অমিছে বীজন করি,  
 আস্ত পান্থ ছুঃখী হয় পাছে ॥  
 সেই সরোবর কূলে,      দীর্ঘ এক তরু মূলে,  
 ব্যাঘ্র এক শয়িত ভূতলে ।  
 ভাখিয়া উদর ভরি,      বদন ব্যাদান করি.  
 নিদ্রা যায় অতি কুতূহলে ॥  
 পশু আদি করি হত,      খাইয়াছে মাংস ঘত,  
 আছে কত অড়িত দশনে ।  
 সেই পিশিতের আশে,      ফিঙ্গক বসিয়া পাশে,  
 স্বেগ দেখিছে এক মনে ॥  
 হেরি ব্যাঘ্র ভরস্কর,      রৌদ্র রসে কলেবর,  
 অচিরাৎ হইল পূর্ণিত ।  
 আসি এক বৃক্ষতলে,      দাঁড়ালাম বীরবলে,  
 আঁখি ছর করিা ঘর্ষিত ॥  
 তরুটি সরল অতি,      সকল বৃক্ষের প্রতি,  
 দৃশ্যে বট বৃক্ষের সমান ।  
 বড় বড় শাখাচয়,      ব্যাপিয়া গগন ময়,  
 শোভিয়াছে বহু দূর স্থান ॥

যক্ষপ পাদপ বর,      স্কুল দীর্ঘ কলেবর,  
পত্র কিন্তু নাহিক তক্ষপ ।

কেবল প্রশাখা পরে, ছু চারিটি শোভাকনে,  
সজীবের প্রমাণ স্বরূপ ॥

বৃক্ষতলে যেই ক্ষণ,      কবিত্তি আগমন,  
সেই কালে ছরন্ত শাঙ্গল ।

ভ্রাজি নিজা ধরাসনে, চাহিয়া বিকটাননে,  
হিংসিবারে হইল আকুল ॥

এক দৃষ্টে বহুক্ষণ,      করি ক্ষুর নিরীক্ষণ,  
দিল এক লক্ষ দীর্ঘতব ।

লক্ষ্যে কম্পবান বন,      টলিল পাদপগণ,  
সচকিত পশ্বাদি নিকর ॥

আসি সেই বৃক্ষমূলে,      বারম্বার পুঙ্খতুলে,  
আঘাতিল বৃক্ষের চরণে ।

গর্জন গগন ভেদী,      কটাক্ষ সাহস ক্ষেদী,  
আকারে শমনে পড়ে মনে ॥

ক্ষত্রিয় ধর্মের বম,      বিশ্ব মাঝে অনুপম,  
যাহাদের শৌর্য বীর্য বল ।

অমর যাদের মনে,      প্রবৃত্ত না হয় রণে,  
শঙ্কা করে সময় সকল ॥

কাননের কীট এক,      হয়ে গর্বে অভিযেক,  
তাহাদের করে জয় আশা ।

দস্ত করি দাবানলে, মশক মৎকুণ চলে,  
 কীটামুর পরোধি পিপাসা ॥  
 করিবারে আক্রমণ, রক্তজপা দিনয়ন,  
 ক্রমশঃ আইল সন্নিধানে ।  
 ক্রোধে গ্রীবাদেশ বক্র, নয়ন কুলাল চক্র,  
 ঘুরিছে আনন মধ্য স্থানে ॥  
 অথবা বাষ্পীয় যন্ত্রে, কারুর কৌশল তন্ত্রে,  
 বিঘর্ষিত চক্র ধুম বলে ।  
 কিম্বা চক্র স্বদর্শন, ভ্রাম্যমাণ অমুকণ,  
 অর্জুনের লক্ষ্য বিদ্ধ স্থলে ॥  
 কাছে দাঁড়াইয়া খল, ক্রোধানল অনর্গল,  
 নিক্ষেপিছে নয়নের ছারে ।  
 বারম্বার পুচ্ছদেশ, পাইছে আঘাত ক্লেশ,  
 আছাড়িয়া অবনী আধারে ।  
 বুঝিয়া তাহার চিত্ত, বোধোদ্দেশে উপনীত,  
 হইলাম নিকটে তাহার ।  
 সূদৃঢ় মুষ্টিতে ধরি, শির দেশ লক্ষ্য করি,  
 করিলাম কুঠার প্রহার ।  
 হইল মস্তক ছেদ, করিল মস্তিষ্ক ভেদ,  
 কুঠার পশিল স্নগভারে ।  
 রক্তা তরু যথা শরে, পঙ্কে শেল পঙ্কাস্তরে,  
 কিম্বা অগ্নি পশে যথা নীরে ॥

শত ধারে অস্ত্রগলে, নগে যেন নদী চলে,  
কিন্মা ধারা বরষে আবণ ।

নির্জীব হইয়া বলে, পতিত পৃথিবী তলে,  
অনাধারে পর্জিত যেমন ॥

• কাঁপিল মেদিনী হেন, নিতলে পশিবে যেন,  
মৃত্যুর গর্জন ভয়ঙ্কর ।

সিকারে নিষ্ফল হয়ে, ছুরাশার ফল লয়ে,  
গেল খল শমন নগর ॥

কহিলেন যুবরাজ, করেছ কর্তব্য ক  
অরি নাশ ক্ষত্রিয়েরি চাই ।

অন্য জনে পুরস্কার, ক্ষত্রিয় যেজন তাব,  
বীরত্বের পুরস্কার নাই ॥

ক্ষত্রী ভিন্ন কীট যত, সম্মম করিতে হত,  
এক জন ক্ষত্রীয় বালক ।

কণা মাত্র ইতাশন, যেমন শালের ব,  
ভক্ষ্যভূত করিতে পারক ॥

অরণ্য অধিপ হরি, শঙ্কা যারে করে করী,  
বন্য পশু কুলের তিলক ।

সম্মুখ সমরে তারে, অস্থির করিতে পারে,  
• ক্ষত্রী গৃহে জন্মিত মশক ॥

কহিল গিরীশ ধর, সত্য হে কুমার বর,  
• কে পরাশ্তে ক্ষত্রী বাহুবলে ।

বল বীৰ্য্য সমুদায়, শোভিতে কৃত্রিয় কায়,  
সৃজিত কেবল ক্ষিত্তিতলে ॥

কোণী কতী ভোগীবারে, অস্ত্রাদির ব্যবহারে,  
হইয়াছে লৌহের সৃজন ।

কহিলেন যুবরায়, করিতে কি সছুপায়,  
হস্তে না থাকিলে প্রহরণ ॥

সম্মান সহিত হাসি, কহিল শার্দূল নাশী,  
ভুজ দণ্ড ধরি কি কারণ ।

রূপাণ নিকর হেন, প্রখর নখর কেন  
কর শাখা করিছে ধারণ ॥

কহিলেন রায়বর, খল ব্যাত্র বধান্তব,  
কোথা ছিলে বিগত নিশায় ?

কহিল গিরীশ-ধর, না লইয়া অবসর,  
আসিতেছি অবিশ্রান্ত পায় ।

আপন অজ্ঞতা দোষে, অন্ত্রএক বিঘ্ন কোষে,  
পাইয়াছি দুঃখ গুরুতর ।

চৌদিকে নৈশিক তম, করেছিল দিক্ভ্রম,  
হয়েছিল বিষম দুষ্কর ॥

কহিলেন যুবরায়, একে বন নিশা তায়,  
তাহে তম নিশী আবরণ ।

কেন না বৃক্ষের তলে, পক্ষান্তরে কোন স্থলে,  
নিশাকাল করিলে বাপন ॥

কহিল শার্দূল জয়ী, সত্য নিশা তমমবী,  
 সত্য বন কুটিল বিশেষ ।  
 সকলি সহিতে হবে, কার্যের সমাপ্তি তবে,  
 বিশেষতঃ প্রভুর আদেশ ॥  
 কহিলেন যুবরাজ, হেরিয়া তোমার কাষ,  
 হইলাম আনন্দিত অতি ।  
 এই কপে ছুইজনে, নানা বিধ আলাপনে,  
 করিল গন্তব্য পথে গতি ॥

---

বীর বাক্যে ।

কাননে বাহার সনে সুরেশ সহিত ।  
 হইল সাক্ষাতে নানা কথন কথিত ॥  
 পূর্বেই তাহার নাম হইয়াছে উক্ত ।  
 পাঠকের বোধ করি আছে স্মৃতি ভুক্ত ॥  
 সেই জন সুরেশের দাস এক জন ।  
 উদয়ে বাইতেছিল কার্যের কারণ ॥  
 পথান্তরে সৈন্যগণ করিয়াছে গতি ।  
 সুরেশের দ্রব্যজাত রূপভেদ কতি ॥

প্রফোজন সাধনীষ । গিয়াছে তৎসনে ।  
 সেই সব দ্রব্য জাত সতর্ক রক্ষণে ॥  
 স্বরেশের আজ্ঞা শিরে কবিয়া ধারণ ।  
 উদয়ে করিতে ছিল অগ্রিম গমন ॥  
 তাহার বয়স প্রায় ত্রিংশত বৎসর ।  
 অনুমেয় যুক্তিতে কোথায় স্থির তর ॥  
 অন্নের গঠন কিছু খর্ব্ব পরিমাণ ।  
 দেখিলেই বলী বলি হয় অনুমান ॥  
 যদিও দেখিতে খর্ব্ব হেন কভু নয় ।  
 মস্তকে প্রদিলে ছত্র ছত্র জ্ঞান হয় ॥  
 রক্তে ক্লেশে বিমিশ্রিত শরীরের বর্ণ, ।  
 নয়ন নাসিকা হতে ঠেকিয়াছে কর্ণ ॥  
 নাসিকা কিঞ্চিৎ নিম্ন বক্র অগ্রভাগ ।  
 আছে তার গুটি কত বলন্তের দাগ ॥  
 নাসাটি এমন নহে নিম্নে মত যান ।  
 সমভূমি সম বোধ হয় সেই স্থান ॥  
 ওষ্ঠাধর স্কুল কিছু, ছোট বিলক্ষণ ।  
 হয় নাই দশনের পূর্ণ আচ্ছাদন ॥  
 দন্তগুলি স্বভাবত উচ্চ অতিশয় ।  
 জোব করি ওষ্ঠাধরে ঢাকিবার নয় ॥  
 মুখ খানি মন্দ নয় নহে চমৎকার ।  
 গোল হতে বাড়ি কিছু লম্বার আকার ॥

হবিণেরো মত লম্বা নহে কদাচন ।  
 শার্দূলেরো মত নহে স্নগোল গঠন ॥  
 ওষ্ঠোপরে ওষ্ঠকেশ শোভিছে সুন্দর ।  
 গণ্ড স্থলে নিপতিত শিখর নিকর ॥  
 মার্জ্জনীরো মত দৃঢ় নহে শাঙ্ক কেশ ।  
 চামরেরো মত নহে কোমল বিশেষ ॥  
 অরুণ উষীষ শিরে ঢাকিয়। চিকুর ।  
 মস্তকেব ক্ষুদ্রতার দৃশ্য করে দূর ॥  
 গ্রীবা কিছু খরষ কিন্তু স্নগোল গঠন ।  
 যে হলে হইত চারু নহেক ভেমন ॥  
 বিশাল উরস্ স্থল নিম্ন মধ্যস্থান ।  
 ছুপাশের মাংস পিণ্ড বিভাগে সমান ॥  
 বাহু দণ্ডে দেখা যায় বলের লক্ষণ ।  
 জাঘনী অবধি তাব সীমা নিদর্শন ॥  
 হস্তের অঙ্গুলী গুলি নহে ক্লশ, শূল ।  
 দীর্ঘতার পরিমাণে কিছু অপ্রভুল ॥  
 জঙ্ঘা হতে ক্রম-ক্লশ পদের গঠন ।  
 শিরঃ তুলি আছে তার শিরা অগণন ॥  
 স্বেশ মনোহরি ভারে গর্ভিত বচনে ।  
 কহিলেন উর্ধ্বে তুলি আরক্ত নয়নে ॥  
 কি বল গিরীশধর কেবা হৈন জন ।  
 - নিজ মুখে পণ করি না করে পূরণ ॥



উদরের অধিপতি মারুত প্রবরে ।  
 সাহায্য করিতে পূর্বে যবন সমরে ॥  
 প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল দিবে পুরস্কার ।  
 এক শত তোপ চারি শত তরবার ॥  
 না করিয়া নিজ কৃত প্রতিজ্ঞা পূরণ ।  
 কহিয়াছে বহুবিধ দর্পের বচন ॥  
 শমন সোদর সম সুদীর্ঘ ক্রুপাণ ।  
 এখনো ধূলিকা চূর্ণে লয় নাই স্থান ॥  
 এখনো প্রচুর কপে আছে বাহু বল ।  
 বহিছে তাক্রণ্য অস্ত্র ধমনী সকল ॥  
 ভাসিছে কান্দ্রুক চয় গুণ গরি মায় ।  
 মনগামী শরকুল ফলক বিভায় ॥  
 এখনো শৃগাল শুনি গৃধিনী নিকর ।  
 মৃত দেহে করে নাই পূর্ষিত উদর ॥  
 উঠে নাই রক্ত বিন্দু বায়স অধরে ।  
 কি হেতু হইব তবে নিশ্চেষ্ট সমরে ॥  
 বহুদিন কোষ স্থিত আসি খরশাণ ।  
 অরির প্রচুর রক্তে করে নাই স্নান ॥  
 হইয়াছে ভুজদণ্ড অতীব অধীর ।  
 অরির শিরের সহ চূর্ণিতে শরীর ॥  
 বহু দিন শর শিখ, বিজলী সমান ।  
 বজ্র রবে বৈরি বুকে লয় নাই স্থান ॥

নাটিকে প্রমোদ হর্ষে প্রমত্ত চরণ ।  
 দেহ সহ শত্রু শিব কবিত্তে দলন ॥  
 বহু দিন অভিলাষী শবাহাবিগণ ।  
 নীবোঙ্গে মৃতের মাংস কবিত্তে ভক্ষণ ॥  
 সকলেরি পূর্ণ সাধ কবিত্তে সমরে ।  
 কাঁপাইব মহীতল বীৰ পদ ভরে ॥  
 বহাইব রক্ত স্রোত কল কল স্ববে ।  
 বাড়াইব সিঙ্কু সংখ্যা সপ্তধা ভিতরে ॥  
 কহিল গিরীশধব মারুত ভূপাল ।  
 কহিয়াছে হেন কিবা গবিমা মিশাল ॥  
 কহিলেন যুবরাজ বহু দিন গত ।  
 গিয়াছিল এক জন দূত মনো-মত ॥  
 উদয় অধিপ স্থানে লইয়া লিখন ।  
 লিপিবদ্ধ ছিল তাহে পণের বচন ॥  
 প্রত্যাগত হইয়াছে সেই বার্তাবহ ।  
 উল্লিখিত পত্রিকাব প্রত্যুত্তর সহ ॥  
 লিখিয়াছে দর্প সহ মারুত বিবাদী ।  
 বহু নিস্পীড়নে নিষু হয় তিক্ত স্বাদী ॥  
 এই হেতু বারম্বার কবি নিবারণ ।  
 আব যেন না তুলেন পণের বচন ॥  
 যদ্যপি ত্রিলোক রায় চাহেন মঙ্গল ।  
 - নীরবে করুণ রাজ্য সহিত কুশল ॥

লিখনে প্রভাবে তাব ত্রিলোক ভূপাল ।  
 হইবেন সশক্তি ; শুনিতে জঞ্জাল ॥  
 বোজনী বাতাসে ব্যস্ত হইবে যারণ ।  
 লুতা তন্তু জালে বদ্ধ দ্বিবদ-দাবণ ॥  
 সূনেব গুরুত্বে ব্যস্ত হইবে অজ্ঞান ।  
 রোধিবে তরল ঘন বজ্র বেগবান ॥  
 কাঁপিবে হিমার্জি দেহ মূছল পবনে ।  
 টলিবে অসীম ধরা মক্ষিকা চরণে ॥  
 বিন্দু নীবে দাবানল হইবে নির্ঝণ ।  
 খদ্যোত কিরণে শুষ্ক হবে দ্বীপ বান্ ॥  
 কহিল গিবীশ ধর মারুত পামর ।  
 নীচ হয়ে কহে হেন বাক্য উচ্চতর ॥  
 হীনাক্ষ ভেকের শিশু পঙ্কল নিলয় ।  
 দেখাইছে মাতঙ্গেরে প্রহারের ভয় ॥  
 যে তুণ স্মৃদ্ধ বাতে উড়িয়া বেড়াষ ।  
 চবণে দলিত হয় পড়িলে ধরায় ॥  
 সেই তুণ শাল বৃক্ষে করি হেয় জ্ঞান ।  
 গর্জিত হইয়া কহে নিন্দার আখ্যান ॥  
 যে গোপ্পদ সূণাপ্পদ ক্ষুদ্র আয়তন ।  
 মৎকুণ সক্ষম বারে করিতে লঙ্ঘন ॥  
 সেই গোপ্পদের উর্নি একতঃ বিশ্বয় ।  
 আবার তাহাই হেরে সাগর সভয় ॥

## বীর বাবেশ ।

কীটেব বিষ্ঠায় জাত বল্লীক ইতব ।  
হইতে বাসনা কবে, সম ধারাধর ॥  
অসম্ভব বাক্য আর বিকৃত আকাব ।  
দেখিতে শুনিতে হয় হাস্তের আধাব ॥  
সুগভীর মুখ ভঙ্গে কহিলেন রায় ।  
দুর্কমেরা অধিকাংশ প্রবল কথায় ॥  
সাহসের বাক্য মুখে বহে ঘোবতর ।  
শরতের মেঘ সম মাত্র আড়ম্বর ।  
অপ্রমের অসঙ্গত বচন নিচয় ।  
কখন সে বাক্য কার্যে পরিণত নয় ॥  
উদয়ের ভূমিপাল মারুত পামর ।  
বল হীন ভাই কহে বাক্য ছবন্ধর ॥  
কহিল গিরীশধর সত্য মহাশয় ।  
দুর্জনে দমন কবা বিহিত নিশ্চয় ॥  
এই কপ ছই জন নানা আলাপনে ।  
যাইল উদয়পূব সমর প্রাক্ষণে ॥  
পশিলেন রায় নিজ পক্ষীয় শিবিরে ।  
সম্মান সূচক তোপ গর্জিল গভীরে ॥  
সম্মান সমাপ্তি সহ দিনেশ তপন ।  
সমাপ্তিরা নিজ কার্য করিল গমন ॥

---

## রণ সঙ্কুলে ।



পব দিন স্নবেশের শিবিব ভিতব ।  
 সাময়িক আয়োজনে সকলি তৎপর ॥  
 শিবিরের দ্বারদেশে রক্ষী অগণন ।  
 নগ্ন অস্ত্রে নির্কিস্ততা করিছে জ্ঞাপন ॥  
 ব্যায়াম কবিছে মল্ল ব্যায়াম প্রাঙ্গণে ।  
 ক্রম হেরে শমন স্বমনে শঙ্কাগণে ॥  
 অস্ত্রে অস্ত্র ক্রীড়া করে অস্ত্র ধারিগণ ।  
 ধনুঃ করে ধনুকরে শরব্য ভেদন ॥  
 শাণিত আয়ুধ কত শোভে অস্ত্রাগাবে ।  
 প্রভাষ প্রভাত কর ক্ষুরধাব ধারে ॥  
 নীলীমাক্ষ কবী কত গিরি তুলনাষ ।  
 পৃষ্ঠেতে প্রবেণী শোভে বিজলী বিভার ।  
 আশুগ ভুবগ কত ধরিয় পৰ্য্যায় ।  
 চৰ্চণ করিছে বিট হয়ে গর্জবান ॥  
 কোন স্থানে যোধগণ সৈনিক নিষমে ।  
 কবিছে চরণ ক্ষেপ অনুমতি ক্রমে ॥  
 ধাবিত হতেছে কভু কখন ঘূর্ণিত ।  
 উত্তোলিছে স্ব স্ব অস্ত্র রীতিবিরহিত ॥  
 কত শত যোধীগণ মিলি সমাক্ষিবে ।  
 মহানন্দে নিমগন আহার বিহারে ॥

অচিবেই আহাঙ্গাদি করি সমাপন :  
 শৃঙ্খলা করণে সবে হইল মগন ॥  
 পাঠাইয়া দিল বার্তা মারুত অধিপে ।  
 সৈন্যে আসিতে আশু সমব সমীপে ॥  
 সংবাদ শ্রবণ করি উদযের পতি ।  
 আঘাতিত অহি শিশু সম ক্রোধী অতি ॥  
 লইয়া আপন সৈন্য আসিয়া অচিবে ।  
 পশিল সমর ক্ষেত্রে সজ্জিত শরীরে ॥  
 স্তবেশের সৈন্যগণ স্ত্রশোভিল সাজে ।  
 অস্ত্রসহ নিষাদী উঠিল গজরাজে ॥  
 ঘোটকে উঠিল সাদী লইয়া কুপাণ ।  
 স্তম্ভনে উঠিল রথী সহ ধনুর্কাণ ॥  
 বাজিতে লাগিল বাদ্য উৎসাহ বর্ধক ।  
 নাচিতে লাগিল হস্তী সহ হস্তী পক ॥  
 কুণ্ডিত বসনারূত বাহি যোধিগণ ।  
 সিংহের সমান গজর্জ আকারে শমন ॥  
 শান্তিক, কোন্তিক, খড়্গী, পবণ হেতিক ।  
 কবচী, বাণীক, চর্ম্মী, শূলী, আয়ুধিক ॥  
 সকলেই স্ব স্ব অস্ত্রে ভূষিত হইয়া ।  
 সাজিল সাধিতে রণ উৎসাহে মাতিয়া ॥  
 নির্গোলক, শঙ্কাপ্রদ ভোপ কতিপয় ।  
 গজর্জন করিল ঘোরে ব্যাপিয়া দিগ্ভয় ॥

বাজিল শঙ্কেত তুর্য্য স্মৃতিত নিশ্বনে ।  
 দাঁড়াইল যোধগণ আবলী বন্ধনে ॥  
 পশ্চাদগ্ৰ নহে কেহ শিকার প্রয়াসে ।  
 বোপিত পাদপ যেন পদবীর পাশে ॥  
 নিনাদিল তোপ এক দেহ শিহবণ ।  
 অশনি সন্নিভ স্বনে স্তব্ধ অশ্বগণ ॥  
 নিশ্বনিল প্রতিশব্দ পর্ত্ততে, কাননে ।  
 জন্মিল চমক ভ্রম ভীকৃকের মনে ॥  
 ছলন্ত অঙ্গাব নিভ লৌহের গোলক ।  
 ছুটিল মানস্ বেগে হইয়া নাশক ॥  
 এককালে সজোরে বাজিল তুর্য্য দ্বয় ।  
 চারি অংশে দাঁড়াইল সৈন্য সমুদয় ॥  
 সমব স্থলের এক পার্শ্বে তুর্য্যধাবী ।  
 বামপাশে লম্বমান তীক্ষ্ণ ভববারি ॥  
 এক গাছি শূল সূত্র-সম উপবীত ।  
 নিবদ্ধ তাহায তুর্য্য পিভল নির্মিত ॥  
 পূৰ্ব্বমত বারেক করিল তুর্য্যনাদ ।  
 পক্ষীয় সৈন্যের ঠার, বিপক্ষ বিষাদ ॥  
 আবাব হইল ঘোব তুর্য্যের নিশ্বন ।  
 পশ্চাদগ্ৰে দাঁড়াইল অস্ত্রধারিগণ ॥  
 আবার একটি তোপ দস্তোলী সমান ।  
 শত্রুর উদ্দেশে বেগে করিল প্রস্থান ॥

আবাব সজ্জাবে হলো তুষ্যেব নিশ্বন !  
 বহু অংশে বিভক্ত হইল মৈন্যগণ ॥  
 একবাবে দুটি তোপ গভীর গর্জনে ;  
 প্রদিল অবণে দুঃখ, প্রভায় নয়নে ॥  
 পুনশ্চ চারিটি শব ত্যজ্রে শবাসন ।  
 সস্বনে গগন মার্গে করিল গমন ॥  
 এক জন যোধ লয়ে ভীষণ ক্রুপাণ ।  
 শত্রুর শিখর দেশ কবিল সঙ্কান ॥  
 কিন্তু না করিতে তাব শিব বিদাবণ ।  
 আঘাতের অগ্রেই সতর্ক সেই জন ॥  
 রক্ষিয়া আপন প্রাণ দিতে প্রতিশোধ ।  
 উত্তোলিল তীক্ষ্ণ অসি করি মহা ক্রোধ ॥  
 প্রক্ষেপিল লক্ষ করি বিপক্ষেব শিবে ।  
 না থাকিলে বর্ম্ম তারে নাশিতে আঁচবে ॥  
 সন্নাহে ঠেকিয়া অসি ভাঙ্গিয়া সবলে ।  
 ব্যবহার হীন হয়ে পড়িল ভূতলে ॥  
 এই মত কিছু ক্ষণ সময়ের পবে ।  
 প্রথম যুবক যোধী গেল যম ঘরে ॥  
 যদিও দ্বিতীয় যোধ পাইল জীবনে ।  
 অকর্ম্মণ্য বল হীন হইল দারণে ॥  
 কে বলিতে পারে সেই যোধান স্তম্ভব ।  
 সক্ষম না হবে পুনঃ করিতে সমর ॥



হযত সয়রে স্তম্ভ হয়ে সেই জন ।  
 হরষে করিতে পারে অরি নিপাতন ॥  
 নযত ঘাতজ ক্লেশে যাবে যম বাস ।  
 মানবের অগোচর ভবিষ্যৎ ভাষ ॥  
 পুনশ্চ তুর্য্যের শ্রনি ভেদিল অরণে ।  
 আরো দুটি তোপ হলো গভীর নিশ্বনে ॥  
 লৌহের অলস্ত গোলা অস্তক আকাব ।  
 পশিয়া অরির মাঝে হইল বিদার ॥  
 তন্মধ্য হইতে বহু সংখ্যক গোলক ।  
 নিষ্কাশিয়া দশ দিকে হইল ধাবক ॥  
 একজন পশুধারী ক্ষীণাজ প্রবীৰ ।  
 ছেদিল স্কুলাজ এক অরির শরীব ॥  
 স্কুলাজ হইলে পরে বলী যদি হয় ।  
 কবী তবে অরণ্যের রাজা কেন নথ ॥  
 গাচ ঘন সম তার প্রকাণ্ড মুরতি ।  
 করি না হইয়া কেন হরি পশুপতি ॥  
 তোপের ভয়দ শব্দে স্তম্ভ সন্মুদয় ।  
 নাদিল নীরদ সম ছিরদ নিচয় ॥  
 তুরঙ্গের হেথা-রব চৌদিকে ঘোষিল ।  
 ধরাসহ দশ দিক্ চমকি উঠিল ॥  
 বাজিতেছে রণতালে বাদিত্র নিচয় ।  
 সকলেই উৎসাহিত নির্ভীক হৃদয় ॥

সাদিগণ দন্তালিকা কবি কবতলে ।  
 ইঞ্জিতে ফিরায অশ্ব সুশিক্ষাব বলে ॥  
 মুহূর্মুহু তোপচয় কবিছে গর্জ্জন ।  
 কাপিছে সমব স্থল সহ প্রাণিগণ ॥  
 বিনির্গত ধূম পুঞ্জ ঘোর অন্ধকাব ।  
 নধ্যাহ্নে কুহেলী যেন ঘেরিল সংসার ॥  
 উবোগ রসন সম অসি খবশান ।  
 অথবা অনল শিখ, তেজে তেজঃবান ॥  
 বাহিব হইল ত্যজি পিধান আগার ।  
 প্রভাতিয়া ধূম কুত ঘোব অন্ধকাব ॥  
 ভেদিয়া তিমিব পুঞ্জ তপন যেমন ।  
 উদয় অচলোপবি দেয় দবশন ॥  
 হইল আঁধাবে প্রভা অধিক উজ্জ্বল ।  
 তিমির নিবড়ে যথা জ্বলন্ত অনল ॥  
 প্রভাতিল অস্ত্রপুঞ্জ অস্ত্রেব কিবণে ।  
 সচ্ছ কর্ক যথা অর্ক কর পরশনে ॥  
 বাঁকাইয়া গ্রীবাদেশ ধনুর্ধারিগণ ।  
 শত্রুব উদ্দেশে শর করিল ক্ষেপণ ॥  
 শাণিত শিখব শর স্বন স্বন স্বরে ।  
 শবন সোদর হয়ে উড়িল অশ্ববে ॥  
 ভেদিল শত্রুব দেহ তীব্র গ্রহবণে ।  
 বাহির হইল অস্ত্র লইয়া জীবনে ॥

শত্রু শিব লক্ষ্য কবি শান্তিক নিচয় ।  
 প্রহাবিল শক্তি অস্ত্র অব্যর্থ নিশ্চয় ॥  
 কত যোধ সেই ঘাঘ ত্যজিল পরাণ ।  
 কারো শিরে প্রবেশিল নিশিত কুপাণ ॥  
 অই দেখ এক জন যুধান সুন্দর ।  
 গদার প্রহারে গেল শমন নগর ॥  
 অই দেখ যুবা যোধ আরো এক জন ।  
 ভল্লব অব্যর্থ্যঘাতে ত্যজিল জীবন ॥  
 কোথায় সুরেশ ! বুঝি পাঠক প্রবর  
 জানিবারে সমুৎসুক ব্যাকুল অন্তর ।  
 চাহিষা দেখুন অই অশ্বের উপরে ।  
 সমরের প্রাজ্ঞের কিঞ্চিৎ উত্তরে ॥  
 দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টে হয়ে চিন্তাকুল ।  
 নয়নের পলকেব পূর্ণ অপ্ৰভুল ॥  
 অই যে উদয়পুর সৈন্তেব মাঝবে ।  
 অস্ত্র হস্তে কামিনীটি বিদ্যৎ আকারে ॥  
 ধরণী সহিছে যার নয়ন সজ্জান ।  
 লক্ষণে জানায়বেন চঞ্চল পরাণ ॥  
 ভাবে বোধ হয় বেন উভয়ি অধীব ।  
 আধার কাঁপিলে যথা আধের অস্থির ॥  
 মারুত পক্ষীয় অই রমণী রতন ।  
 করিয়াছে সুরেশের পলক হরণ ॥

পন্থকেব গুণ সহ সুরেশের মন ।  
 অই দেখ কামিনী কবিল আকর্ষণ ॥  
 শব নিক্ষেপের সহ কটাক্ষ ক্ষেপণ ।  
 ভঙ্গিমার সহ দেখ করিল কেমন ॥  
 কলস্ব শরব্য জনে কটাক্ষ সুরেশে ।  
 ব্যথিত করিল অতি আঘাত বিশেষে ॥  
 শরব্য জনের প্রাণ সুরেশের মন ।  
 স্তম্ভিত ক্ষেপণে নাবী কবিল হবণ ॥  
 কামিনীর এলাইত কেশের সহিত ।  
 সুরেশের মন প্রাণ হইল ক্ষুণ্ণিত ॥  
 স্থিব দৃষ্টি যদি হয় প্রীতির লক্ষণ ।  
 অনুবাগ করে ব্যক্ত প্রশংসা বচন ॥  
 অবনত মুখে যদি মুছ মুছ হাসি ।  
 সংসার মাঝারে হয় প্রণয়ের কান্সি ॥  
 অসাব অন্তর যদি হয় প্রেমদাস ।  
 কামনাব স্বামী যদি হয় দীর্ঘশ্বাস ॥  
 প্রেম-হেতু যদি হয় এই সমুদায় ।  
 তবেইত অনুবাগ লক্ষণে জানায় ॥  
 শিবেচিয়া লইবেন পাঠক সদয় ।  
 কাবণ আমরা বড় বহুদর্শী নয় ॥  
 আমাদের কাছে প্রেম লক্ষণ নিকর ।  
 স্বপনের ভবিষ্যৎ কাল অগোচর ॥

আমবা বজ্জিব মত রসিক বিশেষ ।  
 দাক পুত্র সম বক্তা চতুবে নির্দেশ ॥  
 সহজেই বুঝিবেন পাঠক চতুর ।  
 আমাদের প্রেমে সত্ত্ব আছে কত দূব ॥  
 পাঠক হযেন যদি জলিল সমান ।  
 সবল হৃদয়, আর বসিক প্রধান ॥  
 বহুদর্শী, দূবদর্শী স্বভাব সমান ।  
 কালেব সমান যদি হন জ্ঞানবান ॥  
 ভুক্ত ভোগী হন যদি সংসারের মত ।  
 হইবেন তবেই বিশেষ অবগত ॥  
 প্রেমে আমাদের আছে স্বত্বা স্বত্ব কত ।  
 তানাহলে হইবেন কিসে অবগত ॥  
 আবার চাবিটি তোপ মিলিত নিস্বনে ।  
 কবিল গর্জন ভীম ভেদিয়া গগনে ॥  
 গৃহস্থেব গৃহস্থিত কাংশ্বেব ভাজন ।  
 সভয়ে কাতরে যেন কবিল ক্রন্দন ॥  
 নির্বাত তড়াক কূলে লহবী উঠিল ।  
 চমকিয়া তরুগণ পত্র বিসর্জিল ॥  
 উভয় পক্ষীয় সৈন্য উন্মত্ত দারণে ।  
 নবিতে ভূতলশায়ী কত শত জনে ॥  
 সকলেই জ্ঞান হীন ভুমূল সমব ।  
 জীবন ত্যজিতে কেহ নহেক কাতর ॥

কত শত ভীম বোদ্ধ ব্যহ ভেদ করি ।  
 বিশৃঙ্খল রণে মত্ত-প্রমত্ত কেশরী ॥  
 পড়িছে অগণ্য শির অশির আঘাতে ।  
 বিশুদ্ধ পাদপ পত্র পড়ে যথা বাতে ॥  
 পড়িছে অগণ্য দেহ ভূতল শয়নে ।  
 কচীর ডুরুহ যথা ছুরিকাচ্ছেদনে ॥  
 নিবৃত্ত হইল রণ ক্ষণেকের তরে ।  
 ভোপ নিচয়ের ধুম উঠিল অধরে ॥  
 নির্মল সমরস্থল লোহিত বরণ ।  
 দেখা গেল কত বোধ বর্জিত জীবন ॥  
 বিয়াছে মারুতেব বোধান নিকর ।  
 যদিও অগণ্য মহে তথাপি বিস্তর ॥  
 সুরেশ পক্ষীয় সৈন্য অগণ্য সংখ্যায় ।  
 মহাযুমে অচেতন ধরণী শয্যায় ॥  
 মরিয়াছে অস্ত্রী কত কে গণিতে পারে ।  
 স্তূপাকার ব্রীহি যথা প্রান্তর মাঝারে ॥  
 অথবা নক্ষত্রপুঞ্জ নৈশিক আকাশে ।  
 নির্মল শরতে যথা অগণ্য প্রকাশে ॥  
 কাহার দক্ষিণ হস্ত হীন একবারে ।  
 কাহার অবশ প্রায় পরশু প্রহারে ॥  
 কাহার জাঘনীষয় জীবন সহিত ।  
 এক কালে দেহ হতে হয়েছে অংশিত ॥

ভূমিতলে নিপতিত অসংখ্য আঘাতী ।  
 শবেব সহিত সবে অন্তঃশয্যা পাতি ॥  
 কবিছে মুহূৰ্গণ সখেদে ক্রন্দন ।  
 শুশ্রূষা করিতে তথা আছে কোন্ জন ॥  
 হৃৎ-যুধান কোন আসিবার কালে ।  
 আলিঙ্গিয়া ভাৰ্য্যাধনে বাঁধি করজালে ॥  
 বলিয়াছে সম্বোধিয়া শঙ্কা নাই সতি !  
 রণজয়ী হয়ে আশু আসিব বসতি ॥  
 এবে সে শত্রুর করে হয়ে মৃত প্রায় ।  
 স্মরিয়া পূৰ্ব্বের কথা ধরণী লোটায় ॥  
 পৃথিবীর লীলা খেলা করিয়া নিঃশেষ ।  
 অগত্যা যাইতে হলো শমনের দেশ ॥  
 কোথায় যুধান কোন পিতৃপদ প্রিয় ।  
 সেবিনা নাহিক তার সোদর দ্বিতীয় ॥  
 ভাকিয়া স্ববির তাতে অস্থির অন্তর ।  
 দীর্ঘশ্বাস ছুঃখ চিহ্ন ঘোষে নিরন্তর ॥  
 কোথা বা আঘাতী যুবা অরুণের মত ।  
 আনন অবনী তলে করি অবনত ॥  
 স্মরিয়া সর্বের সার জননী রতনে ।  
 বিলাপিছে সৰুৰুণে সজল নয়নে ॥  
 কোথা গো জননি ! তুমি করুণা আধার ।  
 তব অঞ্চলের নিধি নিধন আকার ॥

কত যে যাতনা সহি কবেছ পালন ।  
 তার শোধ শুধিতে নাবিল অভাজন ॥  
 অকালে কালেব গৃহে এই চলে যাই ।  
 এসব সম্বাদ মাত । কিছু জান নাই ॥  
 কোন স্থানে বোধী কোন জায়ার অধীন ।  
 সংঘাতিক শত্রুঘাতে বদন মলিন ॥  
 এখনি যাইবে ভীম বম অধিকারে ।  
 তবু কি প্রিয়ার প্রেমে পাসরিতে পারে ॥  
 কান্তা মনোযোগী কত কহিছে কাতরে ।  
 চকোর কেমনে ভুলে শশী স্মধাকবে ॥  
 কেমনে ভুলিব প্রিয়ে । তব চন্দ্রানন ।  
 হৃদয় আধারে আছে তুলীর লিখন ॥  
 মুদিলে নয়ন তব মূর্তি পড়ে মনে ।  
 চাহিলে তোমাব ছায়া পাই দরশনে ॥  
 শশাঙ্ক রবির দিকে চাহি বহুক্ষণ ।  
 দিগন্তরে ফিরাইয়া লইলে লোচন ॥  
 যেমন অলীক মূর্তি পায় দরশনে ।  
 তেমনি তোমারে সদা ছেরি বরাননে ॥  
 কতই করিছ মনে মম জয় আশা ।  
 বিপদেব বপুঃবাসে না দিতেছ বাসা ॥  
 ভাবিনীর ভবে ধব বিভব অতুল ।  
 স্বামিজ স্নেহের সিদ্ধু অতল অকুল ॥



হাবাইলে সেই পতি জনমের মত ।  
 স্বপনেও বিপদেই নহে অবগত ॥  
 ধরিয়া কাহার কণ্ঠ কলকণ্ঠ স্বরে ।  
 বলিবে বচন বৃন্দ বিনোদ অধরে ॥  
 অরণ বিবরে শুনি ক্রীড়ার বচন ।  
 ক্রীড়া ছলে কার কর করিবে পীড়ন ॥  
 আননিক ক্রোধে কারে বন্ধ সহকারে ।  
 প্রিয় চিত্ত দেখাইবে প্রণয় প্রহাবে ॥  
 বড়ই বাসনা ছিল অন্তর অন্তরে ।  
 মরিব তোমার অঙ্গে অতীব আদবে ॥  
 এবে সে বাসনা হল অন্তরেই ক্ষয় ।  
 জীবন লহরী যথা জীবনে বিলয় ॥  
 উদ্দেশে তোমার পাশে চব্বসসময়ে ।  
 এই মম আকিঞ্চন রাখিও হৃদয়ে ॥  
 অবোধ বালক সেই ভিখারীর ধন ।  
 সর্কদা করিও তাবে সন্নেহে যতন-৷  
 অথবা তোমাতে বলা বাহুল্য নিশ্চয় ।  
 আমাব অপেক্ষা নেহ তোমার কি নয় ? ॥  
 জিজ্ঞাসিলে মম কথা নির্বারি নয়নে ।  
 বলিও, বিনতি সেই ভিখারী রতনে ॥  
 বিদেশে তোমার পিতা গিয়াছেন ধন ।  
 আসিবেন আশু তুমি করোনা ক্রন্দন ॥

বলিতে বলিতে যোধ ত্যজিল পরাণ ।  
 অবনীৰ ছুঃখ তাব হলো অবমান ।।  
 কোন স্থানে যোধ কোন খর খজ্জ ঘাঘ ।  
 বিলাপ করিছে কত মৃত্যু যাতনায ॥  
 আহ! কেহ অশ্রুপূর্ণ মুদ্রিত নয়নে ।  
 প্রাণ আশা বিসর্জিয়া কি ভাবিছে মনে ।।  
 অনুমানে মনে এই অনুমান হয় ।  
 ভাবিয়া মৃত্যুৰ ভয় ভাসিছে হৃদয় ॥  
 অথবা অস্তিম কালে পড়িবাছে মনে ।  
 দারাসুত পিতা মাতা পবিবার গণে ॥  
 যদিও ভাৰ্য্যার ভাব ভাবিতে শীতল ।  
 কিন্তু তাহা দক্ষ প্রাণে ববষে অনল ॥  
 দক্ষ শব্দ চূর্ণে যথা প্রদিলে কমল ।  
 শীতল না হয়ে আরো উদ্যারে অনল ।।  
 অথবা অভ্যুক্ষ তৈলে মলিল সিঞ্চন ।  
 শীতল না হয়ে আরো বাড়ে হতাশন ।।  
 তেমনি যোধের ছুঃখ হইল প্রবল ।  
 ভাবিয়া ভাৰ্য্যার গুণ-প্রণয় নির্মল ॥  
 কোথায় শৃগাল শুনি শবাহারী প্রাণী ॥  
 শব্দে সবে কত কবে টানাটানি ॥  
 বহিছে রক্তের স্রোত সমর প্রাঙ্গণে ।  
 শোক শব্দা বিরাগতা জন্মে দরশনে ॥

তথাপিও কান্ত নহে সৈন্য সমুদয় ।  
 ভয়ানক দেখি তবু নির্ভয় হৃদয় ॥  
 পুনশ্চ বাঁধিল রণ বাজিল বাজন ।  
 জীবন পবন সত্ত্বে কান্ত কোন জন ।  
 দাঁড়াইল বীরগণ হয়ে অস্ত্র পাণি ।  
 বলিয়া বদনে ঘন উৎসাহের বাণী ॥  
 পুনশ্চ সমর স্থল ঘেরিল আঁধারে ।  
 বাধিল তুমুল রণ ভীষণ প্রকারে ॥  
 মাতিল বীরেন্দ্র বৃন্দ বিষম সমবে ।  
 জয় পরাজয় হলো বহুক্ষণ পরে ॥  
 স্বেশেব সৈন্যদলে হলো পবাজয় ।  
 জেতা দলে নির্ঘোষে ঘোষিল রণজয় ॥  
 বাজিতে লাগিল বাদ্য বিজয় সূচক ।  
 উড়িল আকাশে কেতু জয় প্রকাশক ॥  
 জেতার জগতে স্থখ সকলি সম্ভবে ।  
 বিজিতের বিষ বোধ বিষয় বিভবে ॥  
 জেতার গরিমা সহ জয় জয় নাদ ।  
 নির্জেতা ব নিম্নে নেত্র বদনে বিষাদ ॥  
 অবশিষ্ট সৈন্যগণ সহিত স্বেশ ।  
 বন্দী ভাবে করিলেন কারায় প্রবেশ ॥  
 পাঠক । এমন যেন নাহি হয় মনে ।  
 স্বইচ্ছায় পশিলেন কারা নিকেতনে ॥

যুববাজ বহুকণ করিয়া বিদাব ।  
 হইলেন বল হীন প্রহরণ আব ॥  
 এই হেতু বন্দী হয়ে অবি করতলে ।  
 পশিলেন কারাগারে নৃপ আজ্ঞাবলে ॥  
 অগণ্য সংখ্যক ভীকু আজারো প্রয়াসে  
 হবিবে করিতে বন্ধ পারে রজ্জু পাশে ॥  
 নীবব সমব স্থল নভঃ হেনকালে ।  
 জড়িত হইল ঘোর জলদের জালে ॥  
 কণে কণে কণ প্রভা নীবদেব কোলে ।  
 অস্থিবা হইল অতি স্বভাব হিল্লোলে ॥  
 গুরুজন উক্ত বধু স্বামী নাম শুনে ।  
 বিহাস অস্থির তার হয় কত গুণে ॥  
 কত অস্থিরতা তার জনমে লজ্জায় ।  
 সম্পার সহিত নহে সম তুলনায় ॥  
 পাঠক নিকটে হযে ক্ষমার যাচক ।  
 এক দিন এইমাত্র বলিতে পারক ॥  
 পাঠকের প্রাণসমা প্রিয়ার নয়ন ।  
 যদিপি চঞ্চল হয় মনেব মতন ॥  
 একবার চঞ্চলতা চপলার মনে ।  
 তুল্য কবি দেখিবেন মিলিবে মিলনে ॥  
 লজ্জাশীলা রমণীরো অপেক্ষা অবনী ।  
 হইল নিরদ বস্ত্রে আরুতা বদনী ॥

সম্প্রাপ বিকল্প দিকে করিয়া গজ্জন ।  
 নাদিতে লাগিল ঘন দেহ শিহরণ ॥  
 উঠিল ভীষণ বাত্যা শন্ শন্ ববে ।  
 আকুল হইল তার মহীকূহ সবে ॥  
 শিরনত করি ভূমে পড়ে বার বাব ।  
 যেন ভীম প্রভঞ্নে কবে নমস্কার ॥  
 শুনা গেল অদূবে করিয়া মিত ধনি ।  
 অসার পাদপ এক পড়িল ধরণী ॥  
 ক্ষণ পরে নীরধাবা হইয়া বর্ষণ ।  
 শিথিল করিয়া দিল মূলেব বন্ধন ॥  
 পড়িল অনেক তরু ভূতল শয়নে ।  
 হারাইল কত শাখী শাখা আভাবণে ॥  
 ক্ষণ পরে বাত্যা বাবি হইল বিলয় ।  
 নিস্তব্ধ হইল বিশ্ব স্থির বৃক্ষ চয় ॥  
 কেবল তরুর পত্রে পতিত জীবন ।  
 টপ্ টপ্ ববে ভূমে হতেছে পতন ॥  
 প্রতিবাসী তরুসব ভূমে নিপতিত ।  
 মৃত্যুব লক্ষণ সবে হতেছে লক্ষিত ॥  
 তাই যেন শোক দুঃখে হইয়া মগন ।  
 অন্যান্য পাদপচয় কবিছে ক্রন্দন ॥  
 সমবেব স্থল বুঝি হেরিয়া ভীষণ ।  
 স্বভাব করিল দুঃখে অশ্রু বিসর্জন ॥

বাত্যা দীর্ঘশ্বাস নীর নগন জীবন ।  
 ক্রন্দনের মহাশব্দ মেঘের গর্জ্জন ॥  
 সমবের ফলাফল জানিতে তপন ।  
 তাই বৃষ্টি অপেক্ষিয়া ছিল এতক্ষণ ॥  
 দেখিয়া সমব শেষ নামি অন্তাচলে ।  
 চলিল ডুবায়ে বিশ্ব তমরূপ জলে ॥  
 রবি অন্তগত দেখি নর নারীগণ ।  
 কেহ দুঃখে কেহ সুখে হইল মগন ॥  
 কেহবা কামিনী লয়ে যামিনী পোহায় ।  
 কারোবা আমাব মত দুঃখে নিশা যায় ॥  
 কোন ধনি ভুজ পাশে বাধি প্রাণধনে ।  
 লভিছে অতুল সুখ বচনে মিলনে ॥  
 কাহারো থাকিতে পতি বঞ্চিত তাহার ।  
 গোবৎসে বঞ্চনা করি নরে দুঃখ খায় ॥  
 বিয়োগিনী বামা কেহ যৌবন পথিক ।  
 উরস্ আধাব অন্ন আধেয় অধিক ॥  
 সদাই দাহন হয় দুঃখ হতাশনে ।  
 মনেবে বুঝায় কত প্রবোধ বচনে ॥  
 কেহবা আমাব মত আশা করি রয় ।  
 নিশাগতে অবশ্যই সূর্য্যের উদয় ॥  
 সে যাহোক সুখ দুঃখ সহ বিভাববী ।  
 বসিল বিশ্বের মাঝে শান্তি কোলেকরি ॥

কার্যকেন্দ্রেনে ।



বন্দী-ভাবে রায়,                      নিবদ্ধ যথায়,  
সে গৃহটি গুপ্ত অতি ।

বায়ু ভিন্ন আর,            ছিন্ননা কাহার,  
অসময়ে গভাগতি ॥

অতি ক্ষুদ্রাকার,      এক মাত্র ছার,  
ছিল সেই কারা পুরে।

ভিমির নাশক,                      একটি জালক,  
উত্তর ভিত্তির উরে ॥

স্বরেশের গাত্র, অর্ধ অংশ মাত্র,  
লঙ্কিত হইত তায়।

অলি দুঃখানলে,                      বাতায়ন তলে,  
যবে আসিতেন রায় ॥

কেবল লক্ষিত,                      তখনি হইত,  
নচেৎ হইত নাই।

সেই বাতায়নে,                      বিবস বদনে,  
অই যে দেখিতে পাই ॥

কারাব নিকটে, ' ' ভট্টাকের ভটে,  
ছিল সেই বৃক্ষ কতিপয় ।

অযত্ন সম্ভূত,                      শাখা পত্র যুত,  
আলিঙ্গিত লতাচয় ॥

রায়ের নয়ন,                      সেই তরুগণ,  
দর্শন করিতে ছিল ।

হেনকালে তথা,                      আশার অযথা,  
নারী এক দেখা দিল ॥

নারীটি হাসিয়া,                      ক্রমশঃ আসিয়া,  
গবাক্ষের সম্মিথানে ।

সম্মাঙ্গুর সনে,                      প্রিয় সম্ভাষণে,  
ভাবিল ভামিনী ভানে ॥

বল মহাশয়,                      হইয়া সদয়,  
কারিক কুশল বাণী ।

কবিলে অবগ,                      কুশল বচন,  
মনে ধন্ত অনুমানি ॥

কহিলেন বায়,                      অজ্ঞাত যাহায়,  
তারে কেন ভালবাসা ।

কহ কেবা তুমি,                      ভঙ্গিমার ভূমি,  
আন্তরিক কিবা আশা ॥

শুনিয়া রমণী,                      কহিল অমনি,  
শুন বলি গুণধাম ।

মারুত মুরতি,                      উদয়ের পতি,  
মারুত প্রবর নাম ॥



সেনানী তাঁহার,      সেনানী আকাব,  
তাঁহার ছুহিতা ধনি ।

সৰ্ব্বগুণ ধামা,      জয়ালিনী নামা,  
কামিনী কুলের মণি ॥

আমি দাসী তাঁর,      তব সমাচার,  
লইবারে আগমন ।

দয়া বিতরিয়া,      কুশল কহিয়া,  
হর্ষিত করুণ মন ।

কহিল স্বরেশ,      কি কব বিশেষ,  
কায়িক কুশল কথা ।

হেরিয়া শরীর,      যথা হয় স্থিব,  
বচনে কি কাব তথা ॥

সেনানী নন্দিনী,      মানস মোহিনী,  
তিনিভ আছেন সুখে ।

কহিল কামিনী,      শরীরে সুখিনি,  
হৃদয় দুহিছে দুঃখে ॥

সদা চিন্তা তাঁর,      কেমনে উদ্ধার,  
করিবেন তব দুঃখে ।

স্বরেশ শুনিয়া,      কিছু শিহরিয়া,  
কহিলেন ম্রিত মুখে ॥

তিনি যে আমার,      বাতনা অপার,  
উদ্ধারে সচেষ্ট মতি ।





